পড়শী'র পাঁচ বছর

পাঁচ বছরে পড়শী'র মূল রচনাবলি

সাবির মজুমদার

ভূমিকা

পাঁচ বছর আগে ইংরেজী ২০০১ সালের মে মাসে কিংবা বাংলা ১৪০৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে পড়শী যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তাতে মূল রচনাবলী কিংবা কভার স্টোরি বলতে কিছু ছিল না। ছিল একজন লেখকের একটি মাত্র লেখা যাকে আমরা বলেছি 'সাম্প্রতিক' অথবা 'মূল রচনা'। তখন পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যাও ছিল সর্ব সাকুল্যে ৪০। তার মাঝে এখনকার মত ১৪/১৫ পৃষ্ঠার মূল রচনাবলীর স্থান ছিল অসম্ভব।

প্রথম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (অক্টোবর ২০০১ কার্তিক ১৪০৮) প্রথম বারের মত পড়শীর মূল রচনাবলী প্রকাশিত হয় ১২ পৃষ্ঠা জুড়ে। তাতে ছিল চারটি প্রবন্ধ, একটি কবিতা এবং একটি সম্পাদকীয় (যাকে আমরা এখন বলি 'অতিথি সম্পাদকের কথা')। বিষয় বস্তু ছিল 'আর্সেনিক সমস্যা'। কাকতালীয়ভাবে আমিই ছিলাম সেই প্রচ্ছদ রচনাবলীর অতিথি সম্পাদক।

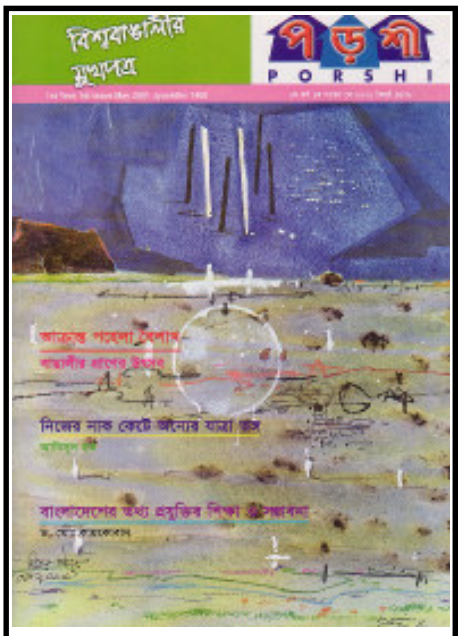

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা মে ২০০১

পাঁচ বছরে পড়শীর ভেতরের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬৪। কখনো কখনো বিষয়বস্তুর কারণে এবং লেখক-লেখিকাদের অভূতপূর্ব সাড়ার কারণে প্রচ্ছদ রচনাবলীর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮/১৯-এ দাঁড়িয়েছে।

পড়শীর পাঠক জরিপে দেখা যাচ্ছে প্রচ্ছদ রচনাবলী সবচেয়ে জনপ্রিয়। এর পেছনে যে পরিকল্পনা, সমন্বয়, সম্পাদনা, মেধা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় সেটাই এ লেখার মূল প্রতিপাদ্য।

পরিকল্পনা ও সমন্বয়

শুরুতে আমরা ক'জন সম্পাদক মাসিক ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পড়শীর পুরো ব্যাপারটাই ঠিকঠাক করে কাজ করতাম। তাতে বরাবরের মতই নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন নির্বাহী সম্পাদক মাহমুদুল হাসান। বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন আরো তিন জন - আমি নিজে, নজমুস সাকিব ও মাশুক রহমান। কাজের পরিমাণ বেড়ে যাবার কারণে আর পড়শীর গতিশীলতার কারণে ২০০১ সালের নভেম্বর মাস থেকে নজমুস সাকিব দায়িত্ব নিলেন নীতি ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা হিসেবে। সাকিবের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ছিল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রচ্ছদ কিংবা মূল রচনাবলীর বিষয়বস্তু ঠিক করা এবং কমপক্ষে ছয় মাসের নির্বাচিত বিষয়বস্তু আগে ভাগেই পড়শী সম্পাদনা পরিষদের কাছে জানানো।

সাকিব, হাসান আর আমি মিলে বিষয়বস্তু নির্ধারণের পর প্রতিটি বিষয়ের উপর আমরা একটি প্রাথমিক পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরী করে সম্ভাব্য অতিথি সম্পাদকদের সাথে যোগাযোগ করতাম। পরে অতিথি সম্পাদকদের সাথে আলাপ করে চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়ে আমরা কাজ করতাম। শুরুতে সম্পাদকরা ২/৩ সপ্তাহের বেশী সময় পেতেন না। কিন্তু এখন এক থেকে দেড় মাস সময় পান চূড়ান্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য।

অতিথি সম্পাদক আর লেখক-লেখিকাদের সাথে চতুর্মুখী সমন্বয় আরো কার্যকারী করার জন্য দেওয়ান শামসুল আরেফিন প্রচ্ছদ কাহিনী সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব নেন ২০০৫ সালের আগষ্ট মাসে। তিনি এখনো পূর্ণাঙ্গ ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলেও পড়শীর দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি থেকে প্রথমে কলামিষ্ট পরে উপদেষ্টা হিসেবে সক্রিয়ভাবে জড়িত আছেন। পড়শীর কয়েকটি প্রচ্ছদ রচনবলীর অতিথি সম্পাদক হিসেবে সাফল্যের সাথে কাজ করেছেন।

প্রচ্ছদ রচনাবলীর বিষয়বস্তু

শুরুতে পড়শীর প্রচ্ছদ রচনাবলী বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গুরুগম্ভীর হওয়ায় অনেক পাঠক পাঠিকা এটাকে আঁতেলদের পত্রিকা হিসেবে ভাবতে শুরু করেন। কাজেই পড়শীর তৃতীয় বর্ষ থেকে হালকা, মধ্যম ও গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য আসতে শুরু করে। এরমধ্যে আরো রয়েছে প্রবাসের, বাংলাদেশের ও পশ্চিম বঙ্গের বিষয়বস্তুর সমন্বয়। বিষয়বস্তুর বিস্তৃতি ও গভীরতার কারণে অনেকক্ষেত্রেই একাধিক অতিথি সম্পাদক একই বিষয়ের উপর একই সঙ্গে কাজ করেছেন।

ইংরেজী ২০০৬ সালের শুরু থেকেই পুরো বছরের মূল রচনাবলীর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পড়শীর পৃষ্ঠায় যেমন মুদ্রিত হয়েছে তেমনি হয়েছে পড়শীর ওয়েব সাইটে। ২০০৭ সালের প্রাথমিক পরিকল্পনা তৈরী হয়ে গেলেও তা এখনো পড়শীর সম্পাদনা পরিষদ তলিয়ে দেখছেন।

বিষয়বস্তুর নির্বাচন বৈচিত্র্যে পড়শী এখন আর শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীদের পত্রিকা নয়। এর আবেদন সাধারণ পাঠকদের কাছেও সমপরিমাণে। সম্পাদক, লেখক ও পাঠকদের কাছ থেকে যত বেশী মতামত আসে তত বেশী পড়শীর সাথে পাঠক ও লেখকদের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হবে। পড়শী এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে অন্য যে কোন প্রবাস প্রকাশনার তুলনায় এগিয়ে আছে।

এখানে বিশেষভাবে উলে-খ্য যে ২০০৪ সাল থেকে শুরু করে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারী মাসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে পড়শী নিয়মিত বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করে আসছে বিশেষ ভাষা ও সাহিত্য সংখ্যা। তাতে পড়শীর অন্যান্য নিয়মিত বিভাগগুলো থাকে না। প্রায় একশ পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য পাঁচ/ছয় জনের একটি সম্পাদকমন্ডলীর থাকে প্রায় তিন মাস ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম-পরিকল্পনা থেকে ছাপাখানায় পাঠানো পর্যন্ত।

লেআউট ও প্রকাশনা

সাধারণতঃ ইংরেজী মাসের শেষ সপ্তাহে জমাকৃত সব লেখা থেকে নির্বাচন শেষ হয় এবং ঢাকা থেকে সব লেখা কম্পোজ হয়ে আসে। এইসময় লেআউট এবং প্রুফ দেখা হয়। এ সময়টা প্রতি মাসের ব্যস্ত তম সময় পড়শীর সাথে জড়িত সব সম্পাদকদের জন্য। পড়শীর মূল রচনাবলীর লেআউট করার দায়িত্ব বরাবরই আমার ঘাড়ে। মাসের শেষে লে আউট প্রাথমিকভাবে তৈরী করার পর একাধিক সম্পাদক ও প্রুফ রিডারের কাছে তা পাঠানো হয়। তারা ১ থেকে ২ দিন সময় পান প্রুফ ফ্যাক্স করে পাঠানোর জন্য। ঢাকায় পড়শীর ছাপাখানায় পড়শীর পূর্ণাঙ্গ লে আউট পাঠানো হয় পরের মাসের প্রথম সপ্তাহান্তে। সেখানে ছাপা হওয়ার আগে বেতন ভূক্ত পেশাজীবী প্রুফ রিডার দিয়ে পুরো পড়শীর আদ্যোপান্ত আরেকবার পড়ানো হয়। তাতে পড়শীর ভুলের পরিমাণ অনেক কমে যায়। ইদানিং কোন কোন লেখক আগ্রহ নিয়েই প্রুফ দেখে দেন।

ঢাকা থেকে ফেডএক্সে সান ফ্রান্সিস্কো বে এরিয়াতে পড়শী পেতে পেতে মাসের মাঝামাঝি হয়ে যায়। তারপর চলে যায় পড়শী'র ঢাকা ও উত্তর আমেরিকার বিতরণ ব্যবস্থাপকদের কাছে। পড়শী হাতে পেতে ইংরেজী মাসের তৃতীয়/চতুর্থ সপ্তাহ হয়ে যায়। তখন কিন্তু বাংলা মাসের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহ। সে কারণেই ইংরেজী ২০০৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে পড়শীর প্রকাশনায় ইংরেজী মাসের পরিবর্তে বাংলা মাসকে প্রাথমিক মাস হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে মূল রচনাবলীর বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও পরিকল্পনায় সামঞ্জস্য আনা হয়েছে।

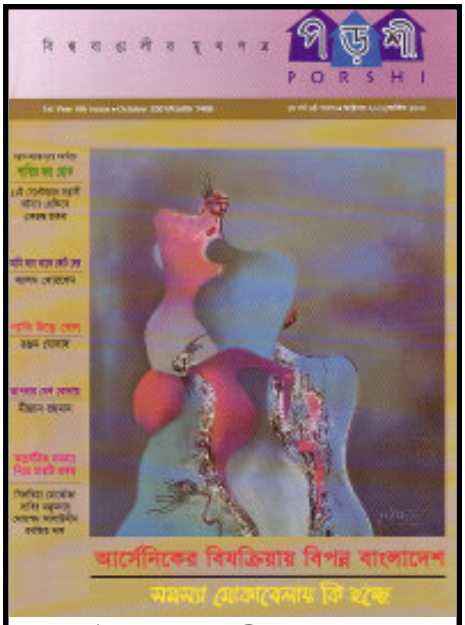

প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রচ্ছদ কাহিনী – অক্টোবর ২০০১

প্রচ্ছদ শিল্পকর্মের সাথে মূল রচনাবলীর সম্পর্ক !

পড়শীর প্রচ্ছদ শিল্পকর্ম পাঠকদের অন্যতম আকর্ষণের একটি। পড়শীর এই নান্দনিক দিকটির সাথে পড়শীর মূলরচনাবলীর কোন সম্পর্ক আছে কি নেই এটা অনেক পাঠকদের প্রশ্ন। প্রশ্নটির উত্তর হলো - না, নেই। পড়শী বিখ্যাত ও উঠতি শিল্পীদের শিল্পকর্ম দিয়ে তার প্রচ্ছদ নিয়মিত অলংকৃত করে আসছে এবং আসবে। ইদানিং পড়শী কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন প্রচ্ছদ রচনাবলীর বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিল্পীদের কাছ থেকে শিল্পকর্ম আদায় করার জন্য। কিন্তু শিল্পীদের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার কারণে সে অর্জন পেতে আরো অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

পড়শীতে নিজেদের মৌলিক শিল্পকর্ম দিয়ে যারা পড়শীকে অলংকৃত করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন স্বনামধন্য কাইয়ুম চৌধুরী (ঢাকা), মনিরুল ইসলাম (স্পেন), তাজুল ইমাম (নিউ ইয়র্ক), সৈয়দ ইকবাল (টরন্টো), প্রয়াত মোরাদুজ্জামান মুরাদ (ফিনিক্স), রাকীব হাসান (মন্ট্রিয়ল), ওয়াহিদা রশীদ তনু (প-্যাজেন্টন), সুপ্রিয় মালাকার শুভ (ডালাস), নাজিব তারেক (ঢাকা), কামরুজ্জামান সাগর, সালেহ্উদ্দীন বাদল (মিজৌরি), মোহিবুল আরেফিন খান গালিব (ফিনিক্স), রফিকুল ইসলাম (ফিনিক্স), ঈশিতা আজাদ (লন্ডন), ভাস্কর রাসা (ঢাকা), টিংকু দাস (কলকাতা), সায়মা হক ফ্লোরা (স্যান হোজে), মুর্শিদা চৌধুরী আইরিন (স্যান হোজে), ফারিহা মজুমদার (ফ্রিমন্ট), সত্যপ্রকাশ ভাটনগর (অটোয়া), হাবিবুল আলম টিপু (নিউ ইয়র্ক), সৈয়দ এনায়েত হোসেন (ঢাকা), রেশমিন মাহমুদ(স্যান হোজে)।

কয়েকটি সাড়া জাগানো মূল রচনাবলী

প্রতিটি প্রচ্ছদ কাহিনীই অতিথি সম্পাদকরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও দরদের সঙ্গে করে থাকেন। কিন্তু বিষয়বস্তুর বিচারে একেকটি কাহিনী পাঠকদের কাছে একেক ধরনের আবেদন তৈরি করে। এখানে কয়েকটি সাড়া জাগানো মূল রচনাবলীর প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হলো।

(১) 'আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় বিপন্ন বাংলাদেশ - সমস্যা মোকাবেলায় কি হচ্ছে'; প্রকাশকাল ঃ কার্তিক ১৪০৮ (অক্টোবর ২০০১), অতিথি সম্পাদক ঃ সাবির মজুমদার; লেখক তালিকা ঃ দীপংকর চক্রবর্তি, রনজিত দাস, সিলভিয়া মোতুর্জা, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ও সাবির মজুমদার। আগেই উলে-খ করা হয়েছিল এটি ছিল সত্যিকার অর্থে পড়শীর প্রথম মূল রচনাবলী।

(২) 'কর্মমাদকতা এবং প্রবাসী বাংলাদেশী'; প্রকাশকাল ঃ শ্রাবন ১৪০৯ (জুলাই ২০০২), সম্পাদক ঃ শহীদ আহমেদ; লেখক তালিকা ঃ নজরুল ইসলাম, প্রসূন পাল, শংকু আইচ, সালেহীন মনোয়ার রেশাদ, সাখাওয়াত হোসেন। কর্মমাদকতা শব্দটি ইংরেজী workoholic থেকে অনুবাদ করা কিন্তু কোন অভিধানে তখন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

(৩) 'প্রবাসে দ্বিতীয় প্রজন্ম'; প্রকাশ কাল ঃ কার্তিক ১৪০৯ (অক্টোবর ২০০২), সম্পাদক ঃ মোঃ জাফর উল-াহ; লেখক তালিকা ঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল, মোল-া ফজলুল হক, আসিফ সালেহ, খ.আ. মুত্তালিব, তাজিন সিদ্দিকী, শায়েরী হাসান রেজা, মাহেরুহ খান, তনিমা খান। প্রবাসে বেড়ে উঠা বাংলাদেশী দ্বিতীয় প্রজন্মের বহুধা সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব সংঘাত এখানে ফুটে উঠে।

(৪) 'প্রেম যুগে যুগে'; প্রকাশ কাল ঃ ফাল্গুন ১৪০৯ (ফেব্রুয়ারী ২০০৩), অতিথি সম্পাদক ঃ জিয়ারত হোসেন; লেখক তালিকা ঃ নন্দিতা ভাটনগর, নাসরিন চৌধুরী, আনসারি খান, সেজান মাহমুদ, জাকিয়া আফরিন, ফুয়াদ রাহমান, রিফ্‌ফাত রাহমান, মুশফেক মনজুর, নাসরিন রহমান, দলিলুর রহমান। আমেরিকার valentine day এর প্রেক্ষাপটে মানব মানবীর শ্বাশত প্রেম ভালবাসার কথা তুলে ধরা হয়েছে। পুরনো হলেও অনন্ত কাল ধরেই তা রোমাঞ্চকর!

(৫) 'প্রবাসে পাত্র-পাত্রী এবং বিয়ে'; প্রকাশ কাল ঃ ভাদ্র ১৪১০ (আগস্ট); অতিথি সম্পাদক ঃ এহসান নাজিম ও ফুয়াদ রাহমান; লেখক তালিকা ঃ শরীফা খন্দকার, জাকিয়া আফরিন, আরিফা রেশমিন, নাহিদ বিয়ানন, হাবিবা খাতুন। এই প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশের পর পড়শীরই ঘটকালিতে নেমে পড়ার যোগাড় হয়!

(৬) 'প্রবাসের রাজনীতির মূলস্রোতে বাঙালী'; প্রকাশ কাল ঃ কার্তিক ১৪১০ (অক্টোবর ২০০৩); অতিথি সম্পাদক ঃ শ্যামল নাথ ও দেওয়ান শামসুল আরেফিন; লেখক তালিকা ঃ আশফাক স্বপন, আলী রীয়াজ, মাহমুদ রেজা চৌধুরী, শামীম আজাদ, সাক্ষাৎকার ঃ ওসমান সিদ্দিকী, মোরশেদ আলম, গিয়াস আহম্মেদ, নার্গিস আহমেদ, মোঃ আমিনউল-াহ। দু'একটি আশার ঝলক দেখলেও বাঙালিরা যে এখনো নিজেদের বৈঠকখানাতে খাওয়া দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত তা ফুটে উঠে।

(৭)'পড়শী'র দুই বছর'; প্রকাশ কালঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪১০ (মে ২০০৩); অতিথি সম্পাদক ঃ মাহমুদুল হাসান; লেখক তালিকা ঃ মাহমুদুল হাসান, সাবির মজুমদার, মাশুক রহমান, নজমুস সাকিব, বেলাল বেগ, নাহিদ বিয়ানন, জাকিয়া আফরিন, ইউনুস রাহী। পড়শী পরিবারের সদস্যরা সুযোগ পায় কথা বলার - কেন তারা পড়শীতে জড়িত, কেন কেউ কেউ পড়শীর জন্য জান আর পেশা বাজি রেখে কাজ করে। আর পড়শীর পাঠকরা পায় সম্পাদকদের নিজস্ব আরশিতে দেখার এক অভূতপূর্ব সুযোগ।

(৮) 'উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা'; প্রকাশ কালঃ শ্রাবন ১৪১০ (জুলাই ২০০৩); সম্পাদকঃ ফুয়াদ রাহমান ও এহসান নাজিম; লেখক তালিকা ঃ সবিতা রায়, প্রণব দাস, সুলতানা বেগম, অংকুর সাহা, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শক্তি দাস, সলিমুল-াহ খান, গোলাম মোর্তোজা, কাজী সাইফুল ইসলাম। এই মূল রচনাবলীতে 'এপার' ও 'ওপার' বাংলার শক্তিশালী লেখকদের লেখা ও মতামত সমস্যাটির স্বরূপ উন্মোচনের যথাযোগ্য চেষ্টা করে। অতিথি সম্পাদকদের দু'টি মন্তব্য এখানে উলে-খ করার মত ঃ (ক), 'বর্ণ ও সাম্প্রদায়িক এই বিভেদ যে শুধুই কৃত্রিম তা বুঝতে খুব বুদ্ধিমান হতে হয় না', ও (খ), 'দাঙ্গা-হাঙ্গামার মত বিষয়ে আমরা বেশী মনযোগ দেইনি। আমরা জানি এগুলো হচ্ছে, এবং অবস্থার পরিবর্তন না হলে আরো হবে। আমাদের কাছে এই সমস্যার কোন সমাধান নেই।'

(গ) 'প্রবাসে বার্ধক্য'; প্রকাশ কাল ঃ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪১১ (জুন ২০০৪); অতিথি সম্পাদক ঃ মোঃ জাফর উল-াহ; লেখক তালিকা ঃ মীজান রহমান, ফারজানা বেগম, ফেরদৌস সাজেদীন, খ.আ. মুত্তালিব, নাহিদ বিয়ানন। এই রচনাবলী থেকে ফুটে উঠেছে প্রবাসে প্রথম প্রজন্ম কিভাবে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং কিভাবে ভবিষ্যতে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মের আপাতঃ বিচ্ছেদের জন্য মানসিকভাবে তৈরী হচ্ছে। বাঙালি কায়দায় নার্সিং হোম তৈরী করার প্রস্তাব এসেছে।

(১০) 'দেশের সমস্যা ও প্রবাসীদের সমাধান'; প্রকাশ কাল ঃ আশ্বিন -কার্তিক ১৪১১ (অক্টোবর ২০০৪); অতিথি সম্পাদক ঃ দেওয়ান শামসুল আরেফিন ও শ্যামল নাথ; লেখক তালিকা ঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজমুস সাকিব, তানিয়া আশরাফ, মিনহাজ আহমেদ। 'ইতিহাসের সোনার বাংলা এখন সমস্যার বাংলা এবং জাত্যাভিমানের স্বদেশী আজ প্রবাসী এবং প্রবাসমুখী।' 'আপনাদের সম্মেলন মহাসম্মেলন দেখলে আমার মনে পড়ে যায় উত্তেজনা আর শক্তির প্রভেদ; স্ফুলিংগ ও শিখার মধ্যে যে প্রভেদ, এও তেমন। "দেশের হিতসাধন - বুদ্ধি" - নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় প্রবাসীদের মধ্যে অভাবনীয় রূপে দেখা দেয়ায় আমরা ভয় পাই। কেননা চকমকি বুকে যে স্ফুলিঙ্গ বের হয়, তাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না।'

(১১) 'কলকাতা কলকাতা'; প্রকাশ কাল ঃ কার্তিক-অগ্রহায়ন ১৪১১ (নভেম্বর ২০০৪); অতিথি সম্পাদক ঃ সৌম্য দাশগুপ্ত; লেখক তালিকা ঃ অংকুর সাহা, সৌম্য দাশগুপ্ত, অয়ন গঙ্গোপাধ্যায়, রোকেয়া হায়দার, মাহমুদুল হাসান। অতিথি সম্পাদক লিখেছেন, '.... যোজন যোজন মহাকাশের দূরত্বে বাস করেছেন যাঁরা, তাঁদের কাছে এদেশ-ওদেশ বলে লাভ নেই। প্রথম বাংলা দেশ, দ্বিতীয় বাংলা, তৃতীয় বাংলাভূবন ও তার বাইরের সামগ্রিকতা জুড়ে জটিল প্রক্রিয়ায় যে শিশুটি বড় হয়ে উঠেছে, তার সামনে এই হাস্যকর শ্রেণীবিভাজন ধর্মবিভাজনের আড়ালে তৈরী করার মত কৌতুক আর কি হতে পারে। পড়শী কাগজের 'কলকাতা' সংখ্যা এই বিভাজনের বিরুদ্ধে এক মিলন বিপ-বের শরিক হয়ে উঠলো বলে আনন্দিত বোধ করছি।'

(১৪) 'প্রবাসে জীবন সংগ্রাম'; প্রকাশ কাল ঃ ভাদ্র ১৪১২ (আগষ্ট - সেপ্টেম্বর ২০০৫); অতিথি সম্পাদক ঃ মিনহাজ আহমেদ; লেখক তালিকা ঃ মীজান রহমান, সাইফুল-াহ মাহমুদ দুলাল, অমিত দে, মিনহাজ আহমেদ, সালেহীন মনোয়ার রেশাদ। অতিথি সম্পাদক জিজ্ঞেস করেছেন, 'কিন্তু আসলে কি মুক্তি মেলে? না-কি মুক্তির বেশে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে শুরু হয় প্রবাসীর জীবন সংগ্রাম!'

(১৩) 'প্রবাসে বাংলাদেশী গৃহিনী'; প্রকাশ কাল ঃ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪১১ (মার্চ ২০০৫); অতিথি সম্পাদক ঃ রানু ফেরদৌস; লেখক তালিকা ঃ পূরবী বসু, ফাহীম রেজা নূর, রানু ফেরদৌস, হুসনে আরা বেগম, ফুয়াদ রাহমান, মিনহাজ আহমদ। অতিধি সম্পাদকের আত্মতৃপ্তি, '...বিশ্বের নারীদের জন্য মার্চ একটি বিশেষ মাস। এই মাসের ৮তারিখে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। ....ভাল লাগছে, এই মার্চে আমরা নারীদের বিষয়ে 'পড়শী' সংখ্যাটি পাঠকদের উপহার দিতে পারছি।'

(১৪) 'প্রবাসে বাংলা স্কুল'; প্রকাশ কাল ঃ অগ্রহায়ন ১৪১২ (নভে-ডিসে ২০০৫) অতিথি সম্পাদক ঃ শেখ ফেরদৌস শামস (ভাস্কর); লেখক তালিকা ঃ শেখ ফেরদৌস শামস, সাবির মজুমদার, শ্যামল নাথ, মিনহাজ আহমদ, কাজী আরিফ ইকবাল, জাভেদ বারী, নাহিদ বিয়ানন। এই প্রচ্ছদ কাহিনীটি ছিল এ যাবৎকালীন সবচেয়ে সাড়া জাগানো রচনাবলী। এ থেকে সৃষ্টি হয়েছে একটি নতুন উদ্যোগ। 'গঠিত হয়েছে প্রবাসী বাংলা স্কুলগুলোর একটি যোগাযোগ মাধ্যম - একটি ফোরাম। আপাতত একটি ই-মেইল গ্রুপে বাংলা স্কুলগুলোর পরিচালক এবং শিক্ষকদের অন্তর্ভূক্ত করে তৈরী হয়েছে এই যোগাযোগ। এই ফোরামে ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছেন তেরোটি প্রবাসী বাংলা স্কুলের মোট আঠারো জন পরিচালক/শিক্ষক। এই ফোরামের ই-মেইল ঠিকানা bangla_school@yahoogroups.com।'

(১৫) 'ধর্ম ও নারী'; প্রকাশ কাল ঃ চৈত্র ১৪১২ (মার্চ-এপ্রিল ২০০৬);

অতিথি সম্পাদক ঃ জাকিয়া আফরিন ও সুলতানা বেগম; লেখক তালিকা ঃ জিয়ারত হোসেন, মোহাম্মদ ওমর ফারুক, মাইমুল আহসান খান, জাঁহা আফরোজ সাইদা রশীদ, পার্থ ব্যানার্জী, শ্যামল চৌধুরী, তাহমিদুর রহমান। অতিথি সম্পাদকদ্বয় লিখেছেন, '...আশির দশকের শেষ থেকে শুরু করে নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের মূল ইস্যু ছিল 'ইউনিফরম ফ্যামিলি কোড' মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকল ধর্মের জন্য অভিন্ন পারিবারিক আইন প্রনয়ণের দাবী। একবিংশ শতাব্দীর অস্থিরতায় আজ সেই আন্দোলন হয়েছে দ্বিধাবিভক্ত। রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সহাবস্থান নির্ণয়ের সেই আন্দোলন আবার বেঁচে উঠবে কি?'

প্রথম সাহিত্য সংখ্যা – ফেব্রুয়ারী ২০০৪

আসলে পড়শীর প্রত্যেকটি মূল রচনাবলী প্রত্যেকটি বিষয়ে সমসাময়িক কালের একেকটি ঐতিহাসিক দলিল। কিন্তু প্রত্যেকটি মূল রচনাবলী নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ নেই। তবে আরো কয়েকটি মূল রচনাবলীর উলে-খ না করলেই নয়। সেগুলো হলো-

- 'প্রবাসে বাংলা প্রকাশনা'; প্রকাশকালঃ বৈশাখ ১৪০৯ (এপ্রিল ২০০২); অতিথি সম্পাদক ঃ মাহমুদুল হাসান।
- 'প্রযুক্তিবন্ধন - সম্ভাবনা, গতি ও ভবিষ্যৎ'; প্রকাশকালঃ অগ্রহায়ণ ১৪০৮ (নভেম্বর ২০০১)' অতিথি সম্পাদক ঃ নজমুস সাকিব।
- 'বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর'; প্রকাশ কাল ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯ (মে ২০০২); অতিথি সম্পাদক ঃ দুলাল মাহমুদ ও জিয়াউল করিম লোটাস।
- 'বাংলাদেশের দুর্নীতি'; প্রকাশকাল ঃ আষাঢ় ১৪০৯ (জুন ২০০২) অতিথি সম্পাদকঃ ফুয়াদ রাহমান।
- 'প্রবাসে বাঙালর মিলন ও বিভেদ'; প্রকাশকাল ঃ মাঘ ১৪০৯ (জানুয়ারী ২০০৩) অতিথি সম্পাদক ঃ দেওয়ান শামসুল আরেফিন ও দলিলুর রহমান।
- 'স্বাধীনতার ৩৩ বছর -কেউ কথা রাখে নি!'; প্রকাশকাল ঃ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪১০ (মার্চ ২০০৪); অতিথি সম্পাদক ঃ ফারুখ ফয়সাল ও নাহিদ রিয়ানন।
- 'বাংলাদেশের ক্রিকেট'; প্রকাশকাল ঃ আষাঢ় ১৪১২ (জুন-জুলাই ২০০৫); অতিথি সম্পাদক ঃ দুলাল মাহমুদ, জহিরুল ইসলাম নাদিম ও জিয়াউল করিম লোটাস।
- 'বঙ্গভঙ্গের একশত বছর'; প্রকাশকাল ঃ শ্রাবন ১৪১২ (জুলাই - আগষ্ট ২০০৫); অতিথি সম্পাদক ঃ দলিলুর রহমান ও দেওয়ান শামসুল আরেফিন।
- 'গ্যাস সম্পদ রফতানী ঃ কতটা, কেন ও কিভাবে'; প্রকাশকাল ঃ চৈত্র ১৪০৮ (মার্চ ২০০২); অতিথি সম্পাদক ঃ শহীদ আহমেদ।
- 'বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি - রপ্তানি সম্ভাবনা'; প্রকাশকাল ঃ চৈত্র ১৪০৯ (মার্চ ২০০৩); অতিথি সম্পাদক ঃ মাহমুদ ফারুক।
- 'বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম ২ বছর'; প্রকাশকাল ঃ অগ্রহায়ন ১৪১০ (নভেম্বর ২০০৩); অতিথি সম্পাদক ঃ ইউনুস রাহী ও গোলাম মোর্তোজা।

এছাড়া ২০০৪, ২০০৫ ও ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত বিশেষ ভাষা ও সাহিত্য সংখ্যা বিশেষ উলে-খের দাবী রাখে। ২০০৪ সালের বিশেষ সংখ্যাটিতে ছিল ঢাকা, কলকাতা ও প্রবাসের নতুন-পুরাতন লেখকদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী, কার্টুন, ছড়া ও শিশুতোষ লেখা। ১১৬ পৃষ্ঠার এ বিশেষ সংখ্যাটি সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন জাকিয়া আফরিন, অংকুর সাহা, জাহিদ হোসেন ও ইউনুস রাহী। একইভাবে ২০০৫ সালের বিশেষ সংখ্যাটিতে ছিল ৭২ পৃষ্ঠা এবং সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন জাকিয়া আফরিন, অংকুর সাহা, জাহিদ হোসেন ও ইউনুস রাহী। ২০০৬ সালের বিশেষ সাহিত্য সংখ্যাটি ছিল ৯৬ পৃষ্ঠা জুড়ে। আর যৌথ সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন জাকিয়া আফরিন, রানু ফেরদৌস, দেওয়ান শামসুল আরেফিন, অরুণ দাস, মোঃ সফি উদ্দীন ও ইউনুস রাহী। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশ্বায়নের কথা বলতে গিয়ে এ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে সম্পাদকমন্ডলী লিখেছেন, '২০০৬ সালের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক্কালে, আসুন না আমরা আহ্বান জানাই বাংলার সাহিত্যিক এবং চলচ্চিত্রকারদের প্রতি একটি নোবেলের সাহিত্য এবং/বা একটি বাংলা ছবির অস্কার মনোনয়ন যেন আমরা অচিরেই দেখতে পাই। আহবান জন্ম দিক প্রয়াসের, এবং প্রয়াসে আসুক বাস্তবায়ন এই কামনা করি।'

২০০৭ এবং তার পর

যদিও পড়শী ২০০৭ সালের মূল রচনাবলীর পরিকল্পনা ইতিমধ্যে প্রাথমিক ভাবে উপস্থাপন করেছেন পড়শীর সম্পাদনা পরিষদের কাছে কিন্তু উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে 'বিশ্ববাঙালির মুখপত্র' হতে পড়শীর এখনো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আমরা এখনো বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাঙালি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিয়েই ব্যস্ত। 'বিশ্ববাঙালির মুখপত্র' হতে হলে চাই সব ধরনের বাঙালির প্রতিনিধিত্ব।

যতটা বলা সহজ করাটা তত সহজ নয়। তবুও পড়শীর পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে মালিক, প্রকাশক, সম্পাদক মন্ডলী এবং যৌথ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আরো তলিয়ে দেখলে এবং উদ্যোগ নিলে দশ বছর পূর্তির সময় এর ফলাফল পড়শীর শে-াগানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে বাধ্য। কর্তৃপক্ষ ও সম্পাদকমন্ডলীর সাথে সাথে পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতারাও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে পারেন। ■

সিলিকন ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া

মার্চ ২৮, ২০০৬।

পাঠক মতামত জরীপ

ফুয়াদ রাহমান

দেখতে দেখতে পড়শীর বয়স পাঁচ হয়ে এলো। প্রবাসের প্রকাশনার মাপকাঠিতে সময়টি বেশ দীর্ঘ। পড়শী আর এখন শৈশবের হাঁটি হাঁটি পা পা করে চলছে না - এখন সময় এসেছে পড়শীর (পরিপূর্ণ) একটি পরিণত প্রকাশনা হিসেবে নিজেকে দাবী করার। সময় এসেছে পড়শীর প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত তাদের আত্মবিশে-ষণের। তার সাথে সাথে সময় এসেছে পড়শীর পাঠকদের কথা শোনার। এই দীর্ঘ পথ যাত্রায় যারা পড়শীর সহযাত্রী - তাদের মতামতের মূল্য পড়শীর সব চাইতে বড় পাথেয়।

এজন্য পড়শী পাঠকদের ভিতর একটি জরীপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সব মিলিয়ে ৫৩ জন পাঠক/পাঠিকা এই জরীপে অংশগ্রহণ করেছেন। জরীপ থেকে বের হয়ে এসেছে মজার সব তথ্য। তথ্যগুলো পড়শীর আগামী বছরগুলোতে আমাদের সাহায্য করবে পড়শীকে পাঠকদের জন্য আরো আকর্ষণীয় করতে - আরো গ্রহণযোগ্য করতে। এবং একই সাথে আমরাও মনে করি এই তথ্যগুলো পাঠক-পাঠিকাকে ভাবাবে- তাদের ধারনা দেবে পড়শীর পাঠক-পাঠিকারা পড়শীকে কিভাবে দেখতে চান আগামীতে।

১. আপনি বাংলা পত্রিকা পড়েন-
৫২% প্রবাসে কিনে কিংবা গ্রাহক হয়ে,
৪% অন্যের কাছ থেকে ধার করে,
৪০% অন লাইনে
৪% দেশ থেকে গ্রাহক হিসেবে কিনে এনে

মন্তব্যঃ পড়শীর জন্য সুখবর। মনে হচ্ছে পড়শীর পাঠকেরা এখন পত্রিকা কিনে পড়ার অভ্যাসটি বানিয়ে রেখেছেন। অনলাইনে পড়া অবশ্যই একটি বিরাট ফ্যাক্টর - কাজেই পড়শীকে সম্ভবত এই দিকটিতে কিছুটা নজর দেয়া প্রয়োজন।

২. বাংলা পত্র পত্রিকায় আপনার সব চাইতে প্রিয়?
৪২% দেশের খবর,
১৭% প্রবাসের খবর,
২৫% সমসাময়িক বিষয়ে আলোচনা,
১৬% সাহিত্য

মন্তব্যঃ কোন নতুনত্ব অবশ্য নেই এই খবরে। বেশির ভাগ পাঠক দেশের খবর পড়ার জন্যই বাংলা পত্রিকা পড়েন। যখন বাংলা স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো প্রবাসের ঘরে ঘরে তাৎক্ষণিক খবর পৌঁছে দিচ্ছে - তখন বাংলা পত্রিকার সব চাইতে বড় ভূমিকা তবে কি?

৩. প্রবাসে বাংলা প্রকাশনায় আপনি দেখতে চান-
৩৯% প্রবাসীদের ইস্যু নিয়ে লেখা লেখি
১৬% দেশের রাজনীতি
৩২% প্রবাসীদের সাফল্যের খবর
১৩% আমেরিকার মূলস্রোত সম্পর্কে খবর ও আলোচনা

মন্তব্যঃ পাঠক পাঠিকারা প্রবাসের ইস্যু নিয়ে বেশী আগ্রহী। বাংলা প্রকাশনায় তারা এ নিয়েই বেশী ফোকাস চান।

৪. পড়শী আপনি -
৫৮% নিয়মিত পড়েন
১৪% উল্টে পাল্টে দেখেন
১৫% কালে ভদ্রে কোথাও হাতে পেলে দেখেন
১৩% কখনো পড়েন না

মন্তব্যঃ পড়শীর জন্য বড় সুখবর। বেশির ভাগ পাঠক পাঠিকা পড়শী শুধু যে গ্রাহক হিসেবে নেন তাই নয় বরং খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েন।

৫. পত্রিকা হিসেবে সার্বিকভাবে পড়শীর আপনার
১৪% খুব ভালো লাগে
৭৩% ভালো লাগে
০৩% একবারেই ভালো লাগে না
১০% কোন মন্তব্য নেই

মন্তব্যঃ সুখবর আবারও। পড়শীর পাঠক পাঠিকা পড়শীকে ভালোবাসেন। পড়শীও আপনাদের ভালোবাসে!

৬. পড়শীতে আপনার সব চাইতে প্রিয়
৩০% প্রচ্ছদ কাহিনী
১৭% নিয়মিত কলাম
১২% প্রযুক্তি বন্ধন
১৯% সাহিত্য
১৩% প্রচ্ছদ শিল্প কর্ম

মন্তব্যঃ পড়শীর শক্তি তার প্রচ্ছদ কাহিনী। পড়শীর সাথে যারা জড়িত তারা জানেন যে প্রচ্ছদ কাহিনীর পেছনে পড়শী অনেক জোর দেয়। দৃশ্যতই সেই যত্ন পাঠকেরা লক্ষ্য করেছেন এবং উপভোগ করেন।

৭. পড়শীর সব চাইতে দুর্বল দিক
২৮% লেখার মান
২০% বানান ভুল
০৮% মেইলিং অনিয়ম
০৪% অত্যধিক বিজ্ঞাপন
৪০% গ্রাফিক্স ও লে আউট

মন্তব্যঃ পড়শীর দুর্বলতা গ্রাফিক্স ও লে আউটে। আমরা সেটা জানতাম এবং পাঠকেরা আমদের এই ধারনাকে সমর্থন দিয়েছেন। তবে ২৮% লেখার মানকে সনাক্ত করেছেন পড়শীর দুর্বলতাকে। পড়শীকে এ ব্যাপারে ভেবে দেখতে হবে গভীরভাবে।

৮. পড়শীতে আরো বেশি দেখতে চান-
৩৫% প্রবাসী লেখকদের লেখা
২৫% দেশী লেখকদের লেখা
০৭% ইংরেজীতে লেখা
১৭% খবরা খবর
১৬% রম্য রচনা ও কার্টুন

মন্তব্যঃ পড়শীর পাঠকেরা প্রবাসীদের লেখাকে আরো বেশি করে দেখতে চান। এটাই স্বাভাবিক।

৯. পড়শীতে কম দেখতে চাই-
৬% প্রবাসী লেখকদের লেখা
২১% দেশী লেখকদের লেখা
১৬% সিরিয়াস লেখা
৫৭% রাজনৈতিক লেখা

মন্তব্যঃ খুবই মজার মতামত। রাজনৈতিক লেখা পড়শীতে নিঃসন্দেহে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। পড়শীর কি তাহলে সময় এসেছে তাদের গ্রাহকদের ডাকে সাড়া দেবার ?

১০. বাংলাদেশের রাজনীতি বিষয়ে পড়শী-
৪% উদাসীন
৬৫% নিরপেক্ষ
৩১% পক্ষপাতদুষ্ট

মন্তব্যঃ একটি দরকারী মতামত। আমাদের সিংহভাগ পাঠক পাঠিকা মনে করেন পড়শী রাজনৈতিক ভাবে পক্ষপাতদুষ্ট নয়। কিন্তু সেটা কি নিঃসন্দেহ হয়ে বলা সম্ভব? পড়শীকে যারা ভালবাসেন তারা কি পড়শীর রাজনৈতিক পক্ষপাত, যদি থেকে থাকেও, তাকেও ভালবাসেন না?

১১. পাঁচ বছরের প্রকাশনায় পড়শীর সাফল্য-
২৭% প্রবাস ভিত্তিক প্রকাশনা হিসেবে প্রতিষ্ঠা
১৭% প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয় বৈচিত্র্য
৩৫% প্রবাসে বাংলা পাঠক ও লেখক গড়ে তোলা
২১% টিকে থাকা

মন্তব্যঃ প্রবাসে বাংলা পাঠক-পাঠিকা গড়ে তোলাকে পড়শীর সবচাইতে বড় সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন পড়শীর পাঠক পাঠিকা। পাঠক, আমরা গর্বিত!

১২. পড়শীকে আপনি দেখতে চান-
১০% সাপ্তাহিকে হিসেবে
০৫% শুধু মাত্র অনলাইনে
৫৬% মাসিক হিসাবে যেমন আছে
২০% মাসিক হিসেবে বর্ধিত কলেবরে।

মন্তব্যঃ মাসিক পড়শী আমাদের পাঠক-পাঠিকাকে সন্তুষ্ট রেখেছে বর্তমানে। আমাদের ধারনা ছিল অনলাইনে পড়শী আসার ব্যাপারে পাঠকেরা উৎসাহিত হবেন। কিছু মতামত জরীপে কিন্তু তা দেখা যাচ্ছে না।

যারা এই মতামত জরীপে অংশ নিয়েছেন তাদের ডেমোগ্রাফী কিন্তু জরীপের ফলাফলের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। যারা এই জরীপে অংশ নিয়েছেন তাদের সিংহভাগই (৪৪%) ৩৬-৪৫ বছরের এবং ৩৮% প্রবাসী হিসেবে আছেন ২০ বছরেরও বেশি। ২৬-৩০ বছরের মধ্যে যাদের বয়স - তাদের ভিতর মাত্র ১৭% পাঠক জরীপে অংশ নিয়েছেন। তার মানে কি পড়শীর পাঠকদের ডেমোগ্রাফী এটাই ? এ ব্যাপারেও জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয় - কেননা যারা পড়শীর পাঠকদের সারিতে তাদের ভিতর থেকে একই হারে যে বিভিন্ন বয়সের পাঠকেরা জরীপে অংশ নিয়েছেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

বিশে-ষণের দিকে গেলে বলবো - পড়শীর শক্তি তার প্রচ্ছদের কাহিনী পরিবেশনে, প্রবাসে পাঠক পাঠিকা গড়ায়; আর দুর্বলতা রাজনৈতিক লেখার উপর পড়শীর নির্ভরতায়, আর গ্রাফিক্স ও লেআউটের অনাকর্ষণীয়তায়। কিন্তু আনন্দের খবর এই যে, পড়শীর পাঠক পড়শীকে ভালবাসেন - এবং পড়শীও তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে আগামীতে এগিয়ে যাবে আরও সাফল্যের সাথে - এই কামনায় এই লেখাটি শেষ করছি। পড়শীর গত পাঁচ বছরের এই যাত্রায় পড়শীর শরীক হবার জন্য সব পাঠক পাঠিকাকে আমাদের শুভ সম্ভাষণ। ■

স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া।

পড়শী'র মূল রচনাবলী

ইংরেজী ২০০৬/ বাংলা ১৪১২–১৪১৩

মে–জুন	জ্যৈষ্ঠ	অমর্ত্য সেন
জুন–জুলাই	আষাঢ়	বিশ্ব কাপ ফুটবল
জুলাই–আগষ্ট	শ্রাবন	আমেরিকাতে সন্তানের লেখাপড়া
আগষ্ট –সেপ্টেম্বর	ভাদ্র	৯/১১ ও আমেরিকা – পাঁচ বছর পেরিয়ে
সেপ্টেম্বর–অক্টোবর	আশ্বিন	আমেরিকাতে ঈদ ও পূজা
অক্টোবর–নভেম্বর	কার্তিক	তত্ত্বাবধায়ক সরকার
নভেম্বর–ডিসেম্বর	অগ্রহায়ন	শীতের পিঠা
ডিসেম্বর–জানুয়ারী	পৌষ	ঢাকা ও কোলকাতার বিনোদন

পড়শীতে কেন লিখি?

'যখন অসহ্য হয়,
শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে,
মনে হয় এইবার
ফেটে যাবে দম -
তখন আমার হয়ে
শ্বাস ফেলে আমার কলম'
বলে গেছেন সলিল চৌধুরী তার কবিতা সম্পর্কে।

হৃদয়ের তাগিদে দেশে ও প্রবাসে অনেকেই কলম তুলে নিয়েছেন পড়শীর জন্যে। এদের কেউ একেবারে গোড়া থেকেই রয়েছেন পড়শীর সঙ্গে। অনেকে পড়শীর প্রেরণাতেই শুরু করেছেন লেখালেখি। রয়েছেন বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে সুপরিচিত পুরষ্কারপ্রাপ্ত লেখকরাও। এদের লেখনী পড়শীকে করেছে সমৃদ্ধ প্রতি পদে। পঞ্চম বার্ষিকীতে তাদের ক'জনার কাছে জানতে চেয়েছি - কেন লিখছেন পড়শীতে?

মীজান রহমান
অটোয়া, কানাডা

নানা কারণে লিখি পড়শীতে। প্রথম কারণ পড়শী শুধু প্রবাসী বাংলাদেশীদের পত্রিকা নয়, 'বিশ্ববাঙালির মুখপত্র' তাদের স্বঘোষিত দাবি অনুযায়ী। পড়শীর পাতায় পাতায় এই দাবির প্রতি তাদের সজাগ আনুগত্যের স্বাক্ষর পাই আমি। দ্বিতীয় কারণ তারা এপার-ওপার দু'পার বাংলা থেকেই মানসম্পন্ন লেখা সংগ্রহের ব্যাপারে সমান যত্নবান। তৃতীয় কারণ পড়শী কোনও সস্তা বাজারমুখী পত্রিকা নয়, সাহিত্যরুচি ও পরিশীলিত বঙীয় সংস্কৃতিচেতনার একটি নূন্যতম মাত্রা তারা বজায় রেখে চলেছে। এদের প্রচ্ছদচিত্র থেকে শুরু করে খেলাধূলার পাতা অবধি মুক্তবুদ্ধি ও মানববৃত্তির প্রতি নিষ্ঠার ছাপ আছে। পড়শীর জন্য লেখালেখি করতে পারছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। পড়শীর পাঠকদের কাছে, সম্পাদকদের কাছে, আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

একটা ব্যক্তিগত কারণও আছে আমার পড়শীতে লিখবার। এর প্রধান সম্পাদক মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৯১ সাল থেকে। আমার লেখালেখির জীবন ঘোর তমস্যায় আচ্ছন্ন তখন। যৌবনে লিখতাম, কিন্তু ক্যানাডায় চলে আসার পর পুরো আটাশ বছর মাতৃভাষার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখিনি। রাগ করে শব্দেরা আমার সঙ্গে কথা বলত না, আমি ওদের হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেই মহাসংকটের সময় যেন দেবদূত হয়ে দেখা দিল এই লোকটি। বলল, মীজানভাই আমার 'মাসিক বাংলাদেশ' পত্রিকার জন্য নিয়মিত লিখতে হবে। নেহাত উন্মাদ না হলে কেউ এমন উদ্ভট কথা বলতে পারেনা। তখন থেকেই লেখক হিসেবে আমার দ্বিতীয় জীবনের যাত্রা শুরু। আমার আজকের অস্তিত্ব সেই 'উন্মাদ' লোকটিরই কাজ। তাকে কি কখনো 'না' বলা সম্ভব ?

বছর কয়েক আগেকার একটি অপ্রীতিকর ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেসময় লেখা বন্ধ করে দিতে পারতাম। সেতো বড্ড ছেলেমানুষি হয়ে যেত, তাই না? তবে সেই ঘটনা থেকেই সবাই সুযোগ পেয়েছে খানিক আত্মপরীক্ষার - এই মুক্ত পরিবেশে আমরা কতখানি মুক্ত হতে পেরেছি নিজেদের সংস্কার থেকে। আমরা যেন কখনোই ভুলতে না দিই নিজেদের যে সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা - এই সুক্ষ্ম বৃত্তিগুলো কেউ জন্মসুত্রে পায় না, সাধনা দিয়ে অর্জন করতে হয়। আমি আশা করব, পড়শী যেন কখনোই মুক্তমন ও সহনশীলতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়। আবেগ, উচ্ছ্বাস ও প্রথানুগত্যের চেয়ে অগ্রগণ্য যেন হয় আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বিবেচনা।

পড়শীর সঙ্গে জড়িত সকলকে থাকল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

জহিরুল ইসলাম নাদিম
বাংলাদেশ

পড়শী নামের যে একটি পত্রিকা আছে এটাই আগে জানতাম না। অবশ্যি জানার যে কথাই এমন নয়। কারণ কত পত্রিকাই তো হরদম প্রকাশ পাচ্ছে। কেউ টিকছে, কেউ ধুঁকে-ধুঁকে চলছে। কারো আবার দু'তিন সংখ্যা পরেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটছে। সবার কথাই জানতে হবে এমন কোনো কথা আছে! সত্যি নেই। আমি আপাতত: ক্রীড়া লেখক। তাই ষোলআনা খেলার পত্রিকা হলেও না হয় বলা যেত যে চোখ পড়ার কথা। পড়শী সার্বজনীন ম্যাগাজিন। আলাদা করে চোখে পড়বার কোনো দায় তো তার নেই। আসলে ওসব কারণে পড়শী সম্পর্কে অন্ধকারে ছিলাম তা নয়। পড়শী যে প্রকাশিত হয় সাত সমুদ্দুরের ওপার থেকে! দেশে বসে বিদেশের পত্রিকাকে চোখে চোখে রাখা কি চাট্টি খানি কথা!।

সরকারী চাকরি করার সূত্রে এখানে ওখানে থাকতে হয়। চিকিৎসক বলে বদলীর ধাক্কাটা একটু বেশিই লাগে। একদিন নরসিংদীর এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রোগী দেখছি, এমনি সময় মোবাইল ফোন বেজে উঠল। যিনি কল করছেন তাকে ঠিক চিনি না আমি। প্রথমে কথা স্পষ্ট শুনতে পেলাম না। লাইন কেটে গেল। একটু পর আবার রিং। ডিসপে-তে কোনো নাম্বার না ওঠাতে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে কলটা বিদেশ থেকে। ওপাশ থেকে হ্যালো "নাদিম ..... আমি লোটাস....." শুনতে পেলাম এরপর। এবং সংগে সংগেই আমার সাথে সুদূর ক্যালিফোর্নিয়ায় পত্রিকা পড়শীর যোগসূত্র তৈরী হয়ে গেল। লোটাস ভাই ফোন করার আগেই পড়শীর জন্য প্রথম লেখাটা দেয়া হয়ে গেছে। সেটাও ফোনে ফোনে অনুরোধিত হয়ে। ক্রীড়াজগত সম্পাদক দুলাল মাহমুদের সাথে লেখালেখির সুবাদে একটা চমৎকার সম্পর্ক আছে আমার। সেই সূত্রেই দুলাল ভাই একদিন ফোন করে বিদেশী কোনো ম্যাগাজিনের জন্য একটি লেখা দিতে বলেছিলেন। আমিও দিয়েছিলাম। তবে কোন পত্রিকার জন্য সেটা ঠিক শোনা হয়নি। লোটাস ভাই তার কাছ থেকেই আমার মোবাইল নাম্বার পেয়ে থাকবেন। পড়শীর ক্রীড়া সম্পাদক আমার লেখার প্রশংসা করাতে উৎসাহিত হলাম

এবং বেশ ক'সংখ্যার জন্য লিখলাম। মাঝখানে নানা ব্যক্তিগত সমস্যা এবং কাজের চাপে সেভাবে লিখতে পারিনি। লেখা সময় মতো পৌঁছনো নিয়ে ঝামেলা হয়েছে বেশ ক'বার।

অনেক আগে লিখলে চলতি খেলাগুলো কাভার করা যায় না বলেই সর্বশেষ সময়ে লেখা দিতাম। অবশ্যি এতে কর্তৃপক্ষের বেশ অসুবিধে করেছি। এই নিয়ে লোটাস ভাই মন:ক্ষুণ্নও হন। আমার অসুবিধে হলে না লেখার পরামর্শও পেয়েছি। তবু পড়শীতে লিখতে চেয়েছি। এই ধরনের চাওয়া আর কোনো পত্রিকায় জন্য করেছি বলে মনে পড়ে না। সুদূর আমেরিকা থেকে বেরুনো এত সুন্দর একটি ম্যাগাজিনে আমার লেখাও থাকছে এটা ভাবতেই ভাল লাগে। এর মধ্যে একাধিক সংখ্যার অতিথি সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করতে চেষ্টা করেছি। খুব ভাল কিছু যে হয়নি তা বুঝতে মাথায় খুব বেশি ঘিলু থাকার দরকার পড়ে না। লোটাস ভাইয়ের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়নি এখনও। তবে নাটকীয়ভাবে দেখা হয়েছে সাবির মজুমদারের সংগে। পড়শীর উন্নতি নিয়ে বেশ চিন্তা করেন ভদ্রলোক। আমার কাছে আগ্রহ নিয়ে সাজেশন্স চাইলেন। আমার মনে হয় ঠিকই আছে। শুধু গ্রাফিক্সের কাজে কিছু বৈচিত্র আনা যায়। আর সময় মতো আলোতে আসা চাই। তাহলেই 'ওকে'। পড়শী বেঁচে থাকুক অনেক অনেক কাল ধরে সাধারণ পাঠকের মত এই চাওয়া আমারও।

তুরিন চৌধুরী
জাপান

পড়শীর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ইন্টারনেটে। বাংলায় পত্রিকা খুঁজতে খুঁজতে একদিন পড়শীর Web page-এ হাজির হলাম। যদিও পুরো ম্যাগাজিনটা Web-এ থাকে না তবুও যে কয়েকটি অংশবিশেষ নমুনা হিসাবে দেওয়া ছিল সেগুলো পড়ে ভালো লেগেছিল। তবে সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলাম যে জিনিসটায় তা হলো বছর জুড়ে প্রতি সংখ্যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচীতে। মনে হয়েছিল যে খুব চিন্তাভাবনার ফসল এই পরিকল্পনা। তখন একরকম ঝোঁকের বসেই e-mail করেছিলাম সম্পাদক বরাবর যে স্বাস্থ্যবিষয়ক লিখা দিতে চাই। জবাবে সম্মতি জানালেন, আগ্রহ দেখালেন। এরপর থেকে শুরু। এমনিতেই কাগজে ছাপা প্রত্রিকার প্রতি আমার একটা আলাদা মোহ সবসময়ই ছিল। এবং আছে। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে ইন্টারনেটে দেওয়া সংস্করণের চেয়েও আমার কাছে কাগজে ছাপা সংকলনের মূল্য অনেক বেশী। তাই পড়শী আমার কাছে আলাদা ভাবেও মূল্যবান। পড়শীর পঞ্চতম বর্ষপূর্তির ক্ষণে শুভেচ্ছা রইল পড়শী পরিবারের প্রতি এবং যারা পড়শীকে ধারন করেন সেই পাঠককূলের প্রতি।

নাহিদ রিয়ানন্
হিউষ্টন, টেক্সাস

মনের মাঝে লেখার তাড়া থাকলেও, লেখা প্রকাশের কোন মাধ্যম না পেলে লেখকের সে উৎসাহে খানিকটা হলেও ভাটা পড়াটা স্বাভাবিক। পড়শী যেন প্রবাসী লেখকদের সেই ভাটায় একটি জোয়ার নিয়ে হাজির হলো। পড়শীতে আমার প্রথম ছোটগল্প ছাপা হয় এর দ্বিতীয় কি তৃতীয় সংখ্যায়। লেখা জমা দেবার পরপরই সাহিত্য সম্পাদকের কাছ থেকে লেখা বিষয়ে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাই, সেই সাথে পাই আরো কিছু ফরমায়েশী লেখার অনুরোধ। সেই থেকেই পড়শীর সাথে আছি - যেন এমনটিই স্বাভাবিকঃ আমরা লিখব, আমরা পড়বো, আমাদের জীবন ও মন-মানসিকতা নিয়ে হৈ চৈ করবো, আর পড়শীর মত পত্রিকা তা ধারন করবে। পড়শীর পঞ্চতম বর্ষপূর্তিতে সম্পাদকবৃন্দ সহ সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

অনিরুদ্ধ আহমেদ
ওয়াশিংটন, ডিসি

পড়শী নামটির সহজবোধ্যতা এবং এর স্থানিক নৈকট্য আমাকে আকৃষ্ট করলো সবার আগে। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে আমি খুঁজে বেড়াই সেই চেনা প্রতিবেশকে, চেনা প্রতিবেশীকেও। বাংলাদেশে আমার পাড়ার পরিচিত সেই মুদী দোকানদার, সেই দরজি, সেই লন্ড্রিওয়ালা তারা তো সকলেই পড়শীর হাত ধরে চলে আসে আমার এই উত্তর আমেরিকার স্বল্পপরিচিত প্রতিবেশে। পড়শী সেই কাজটিই করছে বাঙালি পাঠকের জন্যে, স্বদেশভূমিকে নিয়ে আসছে আমাদের মনোভূমির আরো কাছাকাছি। এখানে এই প্রতিবেশীর সংজ্ঞা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত এবং গোটা বাংলাদেশের মানুষই যেন আমার নিকটতম প্রতিবেশী। তাই আমি দূরের জানালা দিয়ে সেই কাছের মানুষদের দেখি, পড়শীতে আমার লেখার মাধ্যমে। সেখানে আমার চেতনার চত্বরে তারা জীবন্ত হয়ে ওঠেন। বাঙালির সুখ দুঃখ, রাজনীতির কূটিলতা ও সারল্য, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সঙ্কট, সমাজের সহিষ্ণুতা ও সহিংসতা সবই তখন হয়ে ওঠে আমার একান্ত কাছের ব্যাপার। স্থানিক দূরত্ব সত্বেও, দূরের জানালা দিয়ে দেখা মানুষগুলো আমার অত্যন্ত কাছের। তারা আর কেবল আমার পাড়ার মানুষের ক্ষুদ্র গন্ডিতে সীমিত নয়। ঐ মুদি দোকানদার, ঐ দরজি, ঐ লন্ড্রিওয়ালা এবং হামিদ ভাই, প্রসূণের বাবা, রফিক ভাইয়ের স্ত্রী তাঁরা তখন ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে উন্নীত।

এই সমষ্টির কথাই রুদ্ধহীনভাবে লিখতে আনন্দ পাই পড়শীতে। দেশজ অনুভূতিতে আপ্লুত আমার মনের সমস্ত আনন্দ, বেদনা, গভীর কষ্ট কিংবা দ্বন্দ্ব সব কিছুরই প্রতিভাস হয়ে ওঠে পড়শী। পড়শী পড়তে ভালোবাসি, পড়শীতে কাছের মানুষের, হৃদয়ের গভীরে পুষে রাখা বাংলাদেশকে বার বার আবিস্কার করতে ভালো লাগে, অন্য কারও লেখা পড়ে, নিজেও লিখে। পড়শীতে আমার গদ্য লেখার কঠিন কঠোর বাস্তবতার অন্তরালে আমি রাখতে পারি অনির্বচনীয় এক কাব্যানুভূতি দেশজ রসে জারিত, বোধ করি।

জিয়ারত হোসেন
আলবোকারকি নিউ মেক্সিকো

উত্তর আমেরিকা থেকে প্রকাশিত মাসিক পড়শী নিঃসন্দেহে বিশ্ব বাঙালির এক শক্তিশালী মুখপত্র। পড়শী'র নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং উঁচু মানের লেখাগুলোতে স্বদেশী ও প্রবাসী বাঙালিদের জীবন ও সংস্কৃতির সঠিক প্রতিফলন দেখা যায়। তাই পড়শী'র জন্যে লিখতে ভালো লাগে এবং পড়শী টিমের সাথে সম্পর্কিত থেকে গর্ববোধ করি। ■

সংগ্রহ ও সম্পাদনা ঃ জাকিয়া আফরিন

পাঠকদের প্রতিক্রিয়া

পড়শীর পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা পাঠকদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাই। তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল - পড়শী কেন পড়েন? পড়শীর কোন বিষয়টি ভালো লাগে? পড়শীতে ভবিষ্যতে কি আশা করেন? পাঠকরা তাদের নিজের মতো করে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এখানে সেসব মতামত তুলে ধরা হলো।

ছোটবেলা থেকে বই পড়ার শখ। শখটা পরে "প্রচন্ড" রূপ নেয় যখন থেকে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে যাওয়া শুরু করি। উচ্চশিক্ষার্থে পরে বিদেশে এসে নিয়ম করে বই পড়ার সে অভ্যাসটা হারিয়ে ফেললাম। এর মধ্যে একদিন আমার অ্যাডভাইজার ইকবাল স্যারের বাসায় পেয়ে গেলাম পড়শীর কয়েকটি সংখ্যা। পড়ে ভালো লাগলো, আর সে থেকে ভক্ত পড়শী'র।

পরে রাকিব ভাইয়ের বাসায় কখনো কোন সন্ধ্যায় হয়তো মেতে উঠতাম আড্ডায়, চলতি পড়শী সংখ্যার কোন একটি টপিক নিয়ে। হিজাব' কিংবা 'প্রবাসে বাংলা স্কুল' - এমনি নানা সমকালীন বিষয়ে পড়শী বেশ কিছু প্রশংসনীয় সংখ্যা বের করেছে। বিশেষ করে ভাষা আন্দোলনকে সম্মান করে পড়শী যে সংখ্যাটি বের করে থাকে বিষয় বৈচিত্র্য আর উৎকর্ষে তা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়।

পড়শীর চলতি কাঠামো নিয়ে বলা যায় যথেষ্ট চলনসই আর পরিচ্ছন্ন। মাঝে মাঝেই ভালো কিছু কবিতা আর বিশে-ষণ ধর্মী প্রবন্ধ পড়শীকে করে তোলে আরো আকর্ষণীয়; তবে নিয়মিত একটি অনুবাদ-সাহিত্য থাকলে হয়তো মন্দ হয় না। আবার প্রবাসের তরুণ প্রজন্মদের জন্য ধাঁধা জাতীয় কিছু মজাদার উপাদানও যুক্ত করা যেতে পারে।

ফয়যুল মোমেন (ফয়েজ)
ন্যাশুয়া, নিউ হ্যাম্পশায়ার।

পড়শী অতি অল্প সময়ের মধ্যে সত্যিকার অর্থে বিশ্ববাঙালির মুখপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ও প্রবাসের বাঙালিদের মধ্যে এক সেতুবন্ধন এই পড়শী। আমি পড়শীর ব্যবস্থাপনা পরিষদের সকল সদস্য ও সদস্যাদের সাধুবাদ জানাই তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যে।

পড়শীর নিয়মিত বিষয়বস্তুগুলো সুচিন্তিতভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে। সাহিত্যবিষয়ক ছাড়াও এতে থাকছে নূতন প্রযুক্তি খবরাখবর। এতে থাকছে নতুন পুরাতন লেখক লেখিকাদের লেখা। পড়শীর বিশেষ প্রতিবেদনগুলো সুচিন্তিতভাবে নির্বাচন করা হয়ে থাকে। যারা এতে অংশগ্রহণ করেন, তারা প্রচুর সময় দিয়ে তাদের রচনাগুলো লিখেন।

পড়শীকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে কিছু কিছু বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। প্রবাসের নতুন প্রজন্মদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য পড়শীতে কিছু নতুন বিষয় সংযোজন করা যেতে পারে।

প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্প্রসারণ হচ্ছে। তেমনি বাড়ছে প্রবাসী লেখকদের সংখ্যা। যদিও তাদের লেখার মান নিয়ে অনেকের প্রশ্ন আছে। তবুও প্রবাসী লেখকদের লেখা এবং তাদের প্রকাশিত বইয়ের উপর পড়শীতে বেশী খবর থাকলে ভাল হয়। এতে তারা উৎসাহিত হবেন।

পড়শীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক খবর খুব কম থাকে। বিশেষ করে সমসাময়িক বিষয়ের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। নিরপেক্ষতার নামে অনেক সময় অনেক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবহেলা করা হয়ে থাকে। পড়শীতে সংক্ষেপে হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয়ে বিশে-ষণমূলক প্রবন্ধ ছাপানো হলে আমার মত অনেক পাঠক আনন্দিত হবেন। আমি আন্তরিকভাবে পড়শীর সাফল্য কামনা করছি।

ড. নূরুন নবী
নিউজার্সি, যুক্তরাষ্ট্র।

ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউ ইয়র্ক থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয় বেশ কিছু বাংলা সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা। সারা উত্তর আমেরিকা ব্যাপি অসংখ্য পাঠকের সাথে আমিও পড়শী নামের বাংলা মাসিক পত্রিকাটির পাঠক। এই পত্রিকায় থাকে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির খবরাখবর। পড়শীর প্রবন্ধ, গল্প, এবং কবিতার সমারোহ বেশ রুচিসম্মত দেশের বিখ্যাত লেখক লেখিকার সাথে প্রবাসী বাঙালিদের লেখাও একই রকম ভাবে প্রাধান্য পেয়ে থাকে এই পত্রিকায়।

নানারকম বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানা যায় উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বাঙালি ব্যবসার খবর। খাবার দোকান থেকে আরম্ভ করে সোনার দোকান, গ্রোসারির দোকান, রিয়েল এষ্টেটের ব্যবসা ইত্যাদির যোগাযোগের ব্যবস্থা এসব বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই জানা যায়। আমার জানামতে অনেক বাংলা পত্র পত্রিকার মধ্যে লেখার গুণ এবং পত্রিকার মানের দিক থেকে পড়শী প্রসংশার দাবিদার। বিগত পাঁচ বছর ধরে বাংলা ভাষার পরিচর্যা ধরে রাখার জন্য পড়শীর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা পড়শীকে নিশ্চিতভাবে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

সুদূর প্রবাসে বসে আমরা অহরহই অপেক্ষা করি দেশের নানাবিধ খবরাখবর পাবার জন্য। পড়শীর সূচিপত্রে দেশের শিল্প, শিক্ষা, অর্থনীতি, পণ্যসামগ্রীর আমদানি রপ্তানী, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখার কিছুটা ঘাটতি নজরে পড়ছে। আশা করি ভবিষ্যতে এসব বিষয়ে কিছু লেখা ছাপিয়ে আমার মত গুটিকতক পাঠকের সামান্য চাহিদা পুরনে পড়শী সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

হাসান মুশতাক
চ্যান্ডলার, অ্যারিজোনা।

পড়শীর পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে এর সঙ্গে জড়িত সকলকে জানাই শুভেচ্ছা। আমি প্রায় এক বছর যাবৎ পড়শী পড়ছি। সব বিষয় আমার পড়া হয় না, তবে কিছু না কিছু বিষয় নিয়মিত পড়ি। প্রবাসে বাঙালি সম্প্রদায় কিভাবে তাদের জীবন যাপনে বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে

ধরে রেখেছে তার খবরাখবর ও লেখাগুলো পড়তে ভালো লাগে। যেমন পহেলা বৈশাখে জাতীয় ঐতিহ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রবাসে ও দেশে কিভাবে উদযাপিত হয় তার চিত্রটি যদি পাশাপাশি বিস্তারিতভাবে ধরা যায় তাহলে পাঠক আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে। সাক্ষাৎকার ও প্রোফাইল পড়তে খুব ভালো লাগে। এছাড়া বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যমূলক লেখা আমার প্রিয় বিষয়। এগুলোকে নিয়মিত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলে ভালো হয়।

সাহিত্য ও মহিলা বিষয়ক বিভাগের উন্নয়ন ঘটানো দরকার। ভুলত্রুটি আগের চেয়ে কম। তবে আরো যত্নবান হওয়া প্রয়োজন, পাঠককে আকৃষ্ট করতে হলে। তারপরও বলবো, পাশ্চাত্য সভ্যতার তোড়ে নিজেদের ভাসিয়ে না দিয়ে, আপনারা যে বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য ও শিকড়কে ভুলে যাননি তার জন্য পড়শী পরিবারের সবাইকে আবারো শুভেচ্ছা।

নুসরাত মতিন লিসা
শিক্ষক, সাউথ পয়েন্ট স্কুল এ্যান্ড কলেজ।
গুলশান, বাংলাদেশ।

প্রশ্নটা ছিলঃ 'পড়শী কেন পড়ি?' আমার প্রশ্নঃ 'কোনো কিছুই কি জন্য পড়ি?' ছোটো বেলায় গরুর রচনা মুখস্ত করেছি পরীক্ষায় পাশের জন্য। আলেফ বে হেফজ করেছি হুজুরের বেত আর দোজখের আগুনের ভয়ে। খবরের কাগজ পড়েছি দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ রাখতে। ইচ্ছা অনিচ্ছায় যা কিছুই পড়েছি তাতে হয় ছিল প্রয়োজনের তাগিদ অথবা মানসিক পরিতৃপ্তির আবেদন। পড়শী পড়ছে দ্বিতীয় পর্যায়ে। উদার একটি পরিচ্ছন্ন মানসিকতার ছাপ আছে পড়শীর প্রেক্ষাপটে।

লেখাগুলোতে প্রায়ই দেখতে পাই ধর্মনিরপক্ষতার আবেদন; সামাজিক কূপমন্ডুকতার উর্দ্ধে ওঠার প্রয়াস। এই প্রগতিশীলতার ঝলক আমার ভাল লেগেছে। আমার প্রশ্ন পড়শীর কাছেঃ এ পত্রিকাটি কি শুধুমাত্র প্রবাসীদের মনোরঞ্জনের জন্য, নাকি এর ভূমিকা থাকবে সমাজ পরিবর্তনের একটি অস্ত্র হিসাবে। যদি এটা সত্যিকারের গঠনশীল ভূমিকা ভূমিকা পালনের মন্ত্র নিয়ে থাকে, তাহলে কর্মকর্তাদেরকে আরো বলিষ্ঠ হতে হবে, হতে হবে আরো একটু সাহসী। এর জন্য অবশ্যই রয়েছে আর্থিক এবং জনপ্রীতির ক্ষতির সম্ভবনা। আর সেই আত্মত্যাগটাই হচ্ছে পরবর্তী উত্তরণের মূলধন। নাহলে আরো হাজারো পত্র-পত্রিকার গড্ডালিকা প্রবাহে, পড়শী থেকে যাবে একটি অস্পষ্ট বুদবুদ হয়ে।

এস, এস, নেওয়াজ
হিউস্টন, টেক্সাস।

প্রবাসে ছাপার অক্ষরে মাতৃভাষা দেখার সুযোগ খুব কম। বিশেষতঃ উন্নত সাহিত্যমান সম্পন্ন বাংলা পত্রিকাতো ডুমুরের ফুল। এ ক্ষেত্রে পড়শী সত্যিই আলাদা। পঞ্চম বর্ষে এসে পড়শী এখন অনেক উন্নত বিষয় বৈচিত্র ও গুণগত মানে। গত বছর থেকে প্রতি বাংলা মাসে প্রকাশের সিদ্ধান্তটি ভাল লেগেছে। নিয়মিত কলামিস্ট অনিরুদ্ধ আহমেদ, গোলাম মোর্তজা, মাহমুদুল হোসেন, পদ্মলোচন, হাসান আলী প্রমুখের রচনায় বিষয় বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। ভাল লেগেছে প্রবাসে জীবন সংগ্রাম, বাংলাস্কুল, বাংলাদেশে বিনোদন, বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা ইত্যাদি। পড়শীকে আরো উন্নত ও আর্কষণীয় করতে আমার কিছু প্রস্তাবনা আছে। যেমন-

- পড়শীর প্রতি সংখ্যাতে উত্তর আমেরিকার যে কোন একটি এলাকার (স্টেট/শহর) বাঙালি জনগোষ্ঠীর উপর নাতিদীর্ঘ একটি লেখা থাকতে পারে। এজন্য স্থানীয় বাংলাদেশ / বেঙ্গল এসোসিয়েশনের সভাপতি বা স্থানীয় লেখকদের সাথে কয়েক মাস আগে থেকেই যোগাযোগ করা যেতে পারে।
- কিড্স্/ইয়ুথ কর্নারগুলোতে বাংলা লেখা একদম থাকে না। এটি পরিবর্তন করা উচিত। বিভিন্ন প্রবাসী বাংলা স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষার্থীদের বাংলা লেখা (কৌতুক, গল্প, ছড়া, ছবি আঁকা, ইত্যাদি) যোগাড় করা সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি। এতে করে এদেশে বড় হয়ে ওঠা তরুণ প্রজন্ম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে আগ্রহী হবে।
- বিশেষ সাহিত্য সংখ্যাটি বেশ উন্নত মানের মনে হয়েছে। বছরে অন্তঃত একটি বিশেষ সাহিত্য সংখ্যা হলে ভালই হয়।
- নিয়মিত কিছু বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি পত্রিকাটিতে আরো বৈচিত্র্য আনতে পারে। যেমন ঃ ভ্রমণ (উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন আকর্ষণীয় টুরিস্ট স্পট নিয়ে লেখা), রান্না-বান্না (একেক সংখ্যায় একেকটি মজাদার বাঙালি খাবারের রেসিপি) ইত্যাদি।
- ইমিগ্রেশন, ভিসা ও পাসপোর্ট সংক্রান্ত নতুন কোন খবরও অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

যদিও আমি মূলতঃ পত্রিকাটির প্রবন্ধ ও সাহিত্যাংশগুলোই বেশী পছন্দ করি, তবুও প্রবাসের যত বেশী স্বাদ পত্রিকাটি দিতে পারবে, তত বেশী বাঙালি পাঠক পড়শীর সাথে সম্পৃক্ত হবে। আর ওটাই-তো প্রবাসের একটি বাংলা পত্রিকার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।

জাভেদ বারী
টেমপি, অ্যারিজোনা।

আমরা যারা প্রবাসে থাকি, বিভিন্নভাবে তারা স্বদেশের ঘ্রাণ নিতে চেষ্টা করি। ঠিক সে কারণেই যখন সপ্তাহে বা মাসে একটি বাংলা পত্রিকা হাতে পাই তখন সাহিত্যের পিপাসাটা খানিকটা মিটিয়ে নেবার সাথে খানিকটা দেশের ছোঁয়া পাই। পড়শী একটি দেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। প্রতি মাসে একটি করে পড়শী পেলে আমার পেছনের ফেলে আসা দিনগুলোর কথাই মনে পড়ে, মনে পড়ে দেশে থাকতে যখন হাতে পেতাম বিচিত্রা বা দেশ। এখানে হকারের সাইকেলের টুংটাং হয়তোবা নেই, কিন্তু মেইল বক্সটা খুলে যখন অনেক বিলের ভেতর থেকে পড়শীটা উঁকি দেয়, তখন মনটা সত্যিই আনন্দে ভরে উঠে।

এটা সত্যি যে প্রবাসে বিভিন্ন ধরণের বাংলা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে, এক্ষেত্রে যারা এই কাজটি করছেন, তাদের সবাইকেই উৎসাহিত করা উচিত। বাংলাদেশী প্রবাসীর সংখ্যা যে হারে বাড়ছে সেই সাথে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য চর্চা আরো জোরদার হওয়া উচিত। কিন্তু পত্রিকার মানের দিকে গুরুত্ব দেয়াটাও এক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। এবিষয়ে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে পড়শী তার পূর্ণ স্বকীয়তা ও গাম্ভীর্যতা নিয়ে গর্বের সাথে এর পাঁচ বছরের জন্মদিন পালন করছে।

পড়শীর বিষয় নির্বাচন আমার কাছে খুবই যুগ ও সময়োপযোগী মনে

হয়। উদাহরণ স্বরূপ "প্রবাসী পাত্র ও দেশী পাত্রী", "আমেরিকায় ইসলাম চর্চা" ইত্যাদি উলে-খ করার মত। যাই হোক, সবশেষে পড়শীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল কামনা করি।

লাবণী
হিউষ্টন, টেক্সাস।

পড়শীর পঞ্চম বর্ষে এটাই প্রমাণ করে যে, রুচিশীল ম্যাগাজিন আঙ্গিকের পত্রিকা - শুধুমাত্র গ্রাহকদের পৃষ্ঠপোষকতায় দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা যায়। মনে পড়ে প্রথম যখন পড়শী'র কোন একটি সংখ্যা হাতে এলো। চমৎকার প্রচ্ছদ, কিছু নিয়মিত কলাম, কবিতা, প্রবন্ধ, ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিবেদন, সর্বোপরি আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ কাহিনী নিয়ে ঝকমকে এক ম্যাগাজিন যা আমাকে 'দেশ' পত্রিকার কথা মনে করিয়ে দিলো।

পড়শীর বর্তমানে কলেবর এবং বিষয়বস্তু নিয়ে এমনিতে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু একজন নিয়মিত পাঠক হিসাবে আরও কিছু প্রত্যাশা থাকতেই পারে এবং সেটা পড়শী বলেই।

প্রথম ও ভেতরের পৃষ্ঠাগুলোর কাগজের মান আরও একটু উন্নত হওয়া উচিত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রবাসীদের ভাবনা চিন্তা - বিশেষ ভাবে আমাদের সংস্কৃতি এবং জাতীয় সত্ত্বার বোধ পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চালিত করার যে প্রচেষ্টা তারা করে চলেছেন, তা নিয়ে একটা নিয়মিত বিভাগ থাকলে ভাল হয়। দেশের সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ শুন্যতার ফলে আমাদের প্রবাস জীবনের বৈরীতা আরোও বেশী করে গ্রাস করে সে ব্যাপারে সম্পাদকমন্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয়গুলোই পড়শীতে বিচ্ছিন্নভাবে কখনও কখনও প্রকাশিত হয়েছে, তবে বিষয়গুলো নিয়মিত এবং পরিকল্পিতভাবে প্রকাশের লক্ষ্য থাকলে মনে হয় পড়শীর পাঠক সংখ্যা আরও বাড়বে। এটা নিশ্চিত ভাবেই জানি যে বিজ্ঞাপন পরিকল্পনায় সম্পাদক মন্ডলীর কোন হাত নেই, তবু বিজ্ঞাপনগুলো আরও একটু বুদ্ধিদীপ্ত এবং নজর কাড়া হলে পত্রিকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পেত এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপন দাতাদের পন্য বাজারজাতকরণ আরও সহজ হতো।

পড়শীর প্রতি সংখ্যার প্রচ্ছদই তৈরী হয় বিখ্যাত কোন অংকন শিল্পীর আঁকা চিত্র নিয়ে, যেটা সত্যিই দৃষ্টিনন্দন প্রয়াস। তবে ভেতরের কোন পৃষ্ঠায় যদি শিল্পীর পরিচিতি, নামকরা চিত্রকর্মের উলে-খ এবং ইনসেটে শিল্পীর প্রতিকৃতি ছাপানো যায়, তাহলে পাঠক মহল শিল্পী এবং অংকন চিত্র শিল্প সম্পর্কে আরও কৌতূহলী হবে।

বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্ববাঙালির মুখপত্র হবার যে উদ্যোগ পড়শী নিয়েছে তাকে ঐকান্তিকভাবে স্বাগতম জানাই।

সোহায়েব আবেদী
ডেটন, নিউ জার্সী।

পড়শী শব্দটা আওড়ালেই মনে হয় ঘাড় বাকিয়ে পড়শীর দিকে একটু তাকাই। পড়শীর সাথে হাসি তামাশা, সুখ-দুঃখের কিছু কথা বলে আসি। অথবা বানিয়ে একটু লবন অথবা একটা পিঁয়াজ চেয়ে আসি। কিন্তু এ দেশে বসে সেটুকু চাওয়াও প্রায় অস্বাভাবিক। শুধু Hi, how are you - এ রকম দু'একটা কথা বলে কাটিয়ে চলে যাওয়া হচ্ছে পড়শীর সাথে সম্পর্ক। কিন্তু যে পড়শী নিয়ে আমি লিখতে বসলাম সে তো আমার সব কথা শুনতে এবং বলতে প্রস্তুত। আসলেই কি তাই? প্রথম দিকে পড়শী যখন সকল রকম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বের হয়ে আসত তখন মনে হত কেন এই পড়শী? কেন এত পরিকল্পনা এবং পরিশ্রম। আংশিকভাবে হলেও পড়শীকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে অনেক রাগ এবং অভিমানে ভরা পড়শীকে ঘরের এক কোনায় ফেলে রেখেছি। দেখেও না দেখার ভান করেছি।

দেশে বসে শুনেছি মাসের শেষে নাকি সংসারের কর্তাজনের মেজাজ একটু তিরিক্ষি থাকে। কারণ তখন সংসারের হিসাব মিলানো এক কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। সবার ছোট ছিলাম বলে সে পরিস্থিতি আমাকে কখনও বিচলিত করেনি। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে মাসের শেষে আমার মেজাজ প্রায় তারায় গিয়ে ঠেকছে। সাবধান! মাসের শেষে আমার বাসায় বেড়াতে আসার কথা ভাববেন না যেন। এ ধরণের প্রতিক্রিয়া হিসাবের গরমিলের জন্য নয়। সেটার কারণ পড়শী। অবশ্য প্রথম বছরের তুলনায় সেটা একটু একটু করে কমে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে পড়শীর কাছে আমি হেরে যাচ্ছি। আর পড়শীর এই বিজয়ের কারণ স্বরূপ আজ পড়শীর কোন সমালোচনায় defense attorney-র মত পড়শীর পাশে দাঁড়িয়ে যাচ্ছি। 'আপনি কি বলছেন .. আপনি কি জানেন ..' as if আমি জানি পড়শী কি! আমার মত বেগুনের সবজান্তা হবার চেষ্টা। পড়শীকে নিয়ে সুন্দর পরিকল্পনায় মেতে থাকি। আমার কাছে পড়শী সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন আসলে এখন আর তার উওরের গভীরতা বা আন্তরিকতায় কোন কমতি থাকে বলে মনে হয় না। ইদানিং নতুন পড়শীকে হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখব বলে বসে থাকি। কোন অপেক্ষমান লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যাগ থেকে পড়শী বের করে পড়তে থাকি। ভিন্ন ভাষাভাষীর বন্ধুদের কাছে পড়শীর কথা বলি। আর পড়শীর সাথে আমার সময়ের যে ভাগাভাগির সম্পর্ক সেটা এখন আর তেমন অসহ্য বলে মনে হয় না। আমার সমস্ত রাগ আর অভিমান এক সুন্দর প্রেমের সূচনা করেছে পড়শী।

বেবী মজুমদার
সিলিকন ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া।

পড়শী বেশ আকর্ষণীয় আঙ্গিকে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ও বর্তমান আলোচ্য দিকগুলো খুব সুন্দরভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ করে। তথ্যভিত্তিক রিপোর্টিং এর মাধ্যমে পড়শী আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত বিষয়গুলোর অন্তর্নিহিত বাস্তব রূপ আমাদের কাছে তুলে ধরে। মাতৃভাষায় সংস্কৃতি, সমাজ ও প্রযুক্তির বিষয়গুলো এমনি আপন করে পৌঁছে দেবার জন্যই আমরা পড়শী পছন্দ করি। পড়শীর কোন কোন লেখা, গল্প আমাদের দেশে কাটানো ছোটবেলার দিনগুলোতে নিয়ে যায়, আমরা নস্টালজিক হয়ে পড়ি। বিভিন্ন শিল্পী, সমাজ সেবক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক ও শিক্ষাবিদ ব্যক্তিত্বের পরিচিতি দেশ ও প্রবাসের সমসাময়িক সমাজ বিষয়ে আমাদের সজাগ রাখে। একটি বিষয়ের ভাল-মন্দ দুটো দিক নিয়েই আলোচনা, যেমন ইন্টারনেটের ভাল ও মন্দ দিক নিয়ে লেখাগুলো আমরা বেশ উপভোগ করি। আশা করি পড়শী ভবিষ্যতে এমনি আরো অনেক তথ্যপূর্ণ ও মনলোভা লেখা নিয়ে নিয়মিতভাবে আমাদের আনন্দ দেবে।

রাফিয়া ও সুজন
ক্যানসাস সিটি, মিসৌরী। ■

সংগ্রহ ও সম্পাদনা ঃ শেখ ফেরদৌস শামস ভাস্কর।

এবারে আমাদের নিজেদের কথা

লেখকদের কথা হলো, পাঠকদের কথাও হলো, এবারে আমাদের নিজেদের কথা। গত পাঁচ বছরে অসংখ্য নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবকদের সময়, উদ্যম আর মেধাকে ভর করে এতদূর এগিয়ে এসেছে পড়শী। তাদেরই কয়েকজনের অভিব্যক্তি এখানে।

অরুণ দাস, সাক্রামেন্টো
বিভাগীয় সম্পাদক, কলকাতা কলকাতা

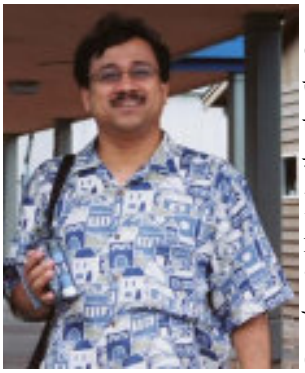

পড়শীর সাথে আমার আত্মীয়তা শুরু একটি কভার স্টোরির (ভারতে বেড়ানোর জায়গা) অতিথি সম্পাদক হয়ে। হাসান-দা, সাবির-দা ও সাকিব-দার সাথে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম শুধুমাত্র wave-length-matching -ই হচ্ছে না, বেশ resonance -ও হচ্ছে। কাজেই যখন 'কলকাতা কলকাতা' বিভাগটি খোলার প্রস্তাব এল, বেশ ভালই লাগল। ভাবনা ছিল রেগুলার কমিটমেন্টের বোঝা নিয়ে; কিন্তু আকৃষ্ট করল -আমার 'প্রথম সবকিছু জানার শহর' কলকাতা এবং পড়শী নিজেই। উলে-খযোগ্য দিক হল প্রায় সম্পূর্ণ volunteer effort দিয়ে চালানো একটি পত্রিকার মাত্র পাঁচ বছরে এই স্তরের গুণগত উৎকর্ষতা অর্জন করা। গত আগষ্টে শুরু 'কলকাতা কলকাতা'র -চলছে আটমাস ধরে। বাড়বে আরও। প্রয়োজন ভারতীয় বাংলা-পাঠকদের পৃষ্ঠপোষকতা। আশা নিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা।

জিয়াউল করিম লোটাস, স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া
বিভাগীয় সম্পাদক, ক্রীড়া

ঢাকা কলেজে থাকাকালে একবার দেশের বাড়ী বিক্রমপুরে গিয়েছিলাম

বেড়াতে। তখন দশগ্রামের মধ্যে চলছে হাডুডু প্রতিযোগিতা। গ্রামে গ্রামে তুমুল লড়াই। ভারী ভালো লেগেছিল। ঢাকায় ফিরে এর উপর একটি লেখা লিখে ইত্তেফাক অফিসে চলে গিয়েছিলাম। সাহস করে চলে গিয়েছিলাম খেলাধুলার ডেস্কে। সারারাত স্বপ্ন দেখে শনিবার সকালে যখন পত্রিকা খুললাম, আমার লেখাটা ছাপা হয়েছে। তারপর থেকে খেলাধুলার উপর লেখা ছিল নিয়মিত। বুয়েট-এ থাকাকালীন এটা ছিল নেশা। প্রতি সপ্তাহে কতগুলো লেখা বেরুবে, কতটি পত্রিকাতে লিখতে পারি। ফলে ঢাকার সব পত্রিকাগুলোতেই লিখেছি। ইত্তেফাকে, বাংলার বাণী, স্বদেশ, সংবাদ ও ক্রীড়াজগত ছাড়াও সম্পাদনা করেছি 'দেশবন্ধু' ও 'হারজিৎ' পত্রিকা।

এখন লেখালিখি আর নেশা না। নানা ব্যস্ততার মাঝেও ভালো লাগে তাই লিখি। ক্রীড়া সাহিত্য সৃষ্টির জন্য পড়শী একটা বড় মাধ্যম। আমরা যারা 'ঢেকীরা' বিদেশের স্বর্গে আছি, 'বাড়া বাধনে'র জন্য পড়শী আছে। তাই 'ঢেকী স্বর্গে গেলেও বাড়া বাধে' বলে লিখতে চাই পড়শীতে। ভাল লাগে, গত পাঁচ বছরে 'ঢেকীদের' একত্র করতে পড়শী সক্ষম হয়েছে।

সাহিত্যের মান যতদিন বজায় রাখতে পারবো আর মালা-ফাহিম যতদিন লেখাগুলো পড়তে ভালবাসবে, ততদিন 'পড়শী'তে লিখবো। সেটা যেন হয় অনন্ত কাল।

শেখ ফেরদৌস শামস, ফিনিক্স, অ্যারিজোনা
বিভাগীয় সম্পাদক, পাঠকের পাতা

পড়শীর পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংশি-ষ্ট সকলকে এবং পড়শীর পাঠকদের অভিনন্দন। প্রবাসে বসে বাংলা ভাষায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করা সত্যিই কঠিন একটি কাজ। এবং সেটি পাঁচ বছর ধরে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে পাঠককূলের পছন্দের তালিকায় স্থান করে নেয়া সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। পড়শীর ক্ষেত্রে পাঁচ বছর পার করা সম্ভব হয়েছে এর সাথে যুক্ত সকলের একাগ্রতা এবং বিশেষভাবে পড়শীর সম্পাদকদের শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিঃস্বার্থ এবং নিরলসভাবে মাসের পর মাস প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশে যারপরনাই সময় দেয়া। আমি নিজে পড়শীর কাজে খুব বেশী সময় দিতে না পারলেও গত চার বছর ধরে পড়শীর সাথে যুক্ত থাকতে পেরে গর্বিত। আশা করি আগামী দিনে পড়শী উত্তরোত্তর উন্নতির মাধ্যমে বিশ্ববাঙালির মুখপত্র হিসেবে নিজেকে আরও প্রতিষ্ঠিত করবে।

আলী হায়দার, টরন্টো, কানাডা
আঞ্চলিক প্রতিনিধি

পড়শী পাঁচ বছর ধরে প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছে। আর এই সাফল্য কোনভাবেই গৌণ নয়। তাই বর্ষপূর্তির শুভ লগ্নে অভিনন্দন জানাই পড়শী পরিবারকে। ধন্যবাদ জানাই পড়শীর পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের। সেই সাথে দীর্ঘায়ূ কামনা করি পড়শী পত্রিকার।

প্রবাসে নানামুখী ব্যস্ততা সামলে পড়শীর নিবেদিত প্রাণ কর্মীবৃন্দ ক্রমাগত মানোন্নয়নের যে সুস্থ ধারা গড়ে তুলেছেন, তা প্রবাসে বাংলা পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

বিশ্ববাঙালির মুখপত্র হওয়ার কাঙ্খিত লক্ষ্য সময়সাপেক্ষ, তাই বলে স্বপ্ন ধরে রাখতে ক্ষতি কি। পড়শী বিষয় বৈচিত্রের মাধ্যমে ভাবনার আদান প্রদানে পড়শীসুলভ যোগাযোগ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে এবং অন্ততঃ উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের মুখপত্র হওয়ার দাবী করতেই পারে।

পড়শী'র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

শুভ নববর্ষ ।

শ্যামল নাথ, আলবাকারকি, নিউ মেক্সিকো
বিশেষ প্রতিবেদক

যে কোন সাময়িকীর জন্যই পাঁচ বছর টিকে থাকা একটি বিরাট অর্জন।

তদুপরি সেই সাময়িকী যদি স্বেচ্ছাসেবকদের, যারা কর্মজীবনে সবাই ভীষণ ব্যস্ত, দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে সেটা হয় এক বিস্ময়কর অর্জন। পড়শী পরিবারের সকলেরই এজন্য গর্বিত বোধ করা উচিত। বিশেষ করে পড়শী কর্মকর্তাদের আমি জানাই আন্তরিক অভিনন্দন, যারা অনেক কাটখড় পুড়িয়ে দিনের পর দিন সময় ব্যয় করে গত পাঁচ বছর ধরে নিয়ম করে পড়শী প্রকাশ করে আসছেন। গত পাঁচ বছরে পড়শীতে প্রকাশিত লেখার মান নিঃসন্দেহে অনেক বেড়েছে। এই সময়ে পড়শী প্রবাসীদের ভেতরে থেকেই একটি নিজস্ব লেখকগোষ্ঠী তৈরি করে নিতে পেরেছে। এটি পড়শী'র আরো একটি বড় সাফল্য বলে আমি মনে করি। আমি নিশ্চিত যে পড়শী'র দশ বছর পূর্তিও আমরা গর্বের সঙ্গেই পালন করতে পারব।

মিনহাজ আহমদ, নিউ ইয়র্ক
আঞ্চলিক প্রতিনিধি

উত্তর আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের অধিকাংশই এমন পেশার সাথে জড়িত, যেখানে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির দাবি পূরণ কঠিন। পেশাজীবী হিসেবে হাতে গোনা কয়েকজন পত্র-পত্রিকা, এবং সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশী টিভি চ্যানেল কেন্দ্রিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থেকে মননশীলতা চর্চার চেষ্টা করছেন। সংশি-ষ্ট ক্ষেত্রে প্রকৃত সৎ ও মেধাবী পেশাজীবীর সংখ্যা কম হওয়ায় বহুধা-বিভক্ত কম্যুনিটি, পারস্পরিক কাদা-ছোড়াছুড়ি আর বাস্তব প্রয়োজনকে উপজীব্য করে অনেকেই বাণিজ্য-বেসাত করছেন। কিন্তু রুচিসম্মত, মৌলিক, প্রতিশ্রুতিশীল ও সৎ সৃষ্টি এদের মাধ্যমে খুব একটা প্রভাবিত হয়েছে, এমন বলা যাবে না।

প্রতি বছর উত্তর আমেরিকার বাঙালি লেখকদের লেখা উলে-খযোগ্য সংখ্যক বই প্রকাশ হয়, নিয়মিত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ হয় ১৫/২০টি, আর সাময়িকী, বার্ষিকী, স্মরণিকা, সংকলন ইত্যাদির সংখ্যা অগুণতি। এটা প্রমাণ করে, এখানে বাঙালি রুচিবোধ ও মননশীলতা এবং সৃষ্টিশীল কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করার মতো মেধা ও মস্তিষ্কচর্চার প্রয়াস বিদ্যমান। আর পড়শী হলো এ সমস্ত কর্মকান্ডের একটি ব্যতিক্রমী, অপেশাদার ও সুসংগঠিত উদ্যোগের নেতৃস্থানীয় দৃষ্টান্ত। ক্রমান্বয়ে লেখক-লেখিকা ও কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি, বিষয়-বৈচিত্র্য, বর্ধিত কলেবর, উত্তর আমেরিকাব্যাপী বিচ্ছিন্নভাবে বিস্তৃত কর্মী ও পাঠক-পাঠিকাদের সাথে অব্যাহত সংযোগ – ইত্যাদি উপাদানসমূহের সম্মিলিত অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ও পেশাজীবীতুল্য সৌখিন ব্যবস্থাপনায় পড়শী অবিশ্বাস্য পাঁচটি বছর পাড়ি দিয়েছে। আমি গর্বিত যে, পড়শীর এ অগ্রযাত্রায় আমারও ভূমিকা আছে।

আমি আশবাদী, পড়শী অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

মোঃ সফি উদ্দীন, ওয়াটারলো, কানাডা
বিভাগীয় সম্পাদক, প্রযুক্তি বন্ধন

পড়শী আমার কাছে অন্যান্য বাংলা পত্রপত্রিকা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিশেষ করে, ধর্ম ও রাজনীতি প্রসঙ্গে এর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বেশ লক্ষ্যণীয়। আর প্রচ্ছদকাহিনীর বৈচিত্র্য ও বিন্যাসে পড়শী অবশ্যই স্বতন্ত্র ধারার পথিক। সর্বোপরি, পড়শীর প্রচ্ছদচিত্র আমাকে সবসময় অভিভূত করে। তাই পড়শী'র সাথে সংশি-ষ্ট থেকে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।

জাকিয়া আফরিন, ফ্রিমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া
বিভাগীয় সম্পাদক, অদ্বিতীয়া

প্রবাসের অসহ্য সুন্দর নিঃসঙ্গতায় নিজেকে আবিষ্কার করেছি নতুন ভাবে। জেনেছি অস্তিত্বের চির পুরাতন সেই সংজ্ঞা ঃ ভাষাই দেশ, ভাষাই ধর্ম, ভাষাই বেঁচে থাকার শুদ্ধতম পথ। বাংলা তাই আমার আমি পড়শীর আত্মার আত্মীয়। ইংরেজীর আগ্রাসনে বাংলার মাটিতেই ভাষাচর্চা এগিয়ে চলেছে বন্ধ্যাত্বের দিকে - পড়শীর তাই বেঁচে থাকা চাই - অনন্তকাল। জয় 'পড়শী'।

ইউনুস রাহী, লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া
বিভাগীয় সম্পাদক, সাহিত্য

পাঁচ বছর বয়স একটি পত্রিকার জন্য হয়তো কিছুই নয়; কিন্তু পড়শীর মত একটি পত্রিকার বিদেশ থেকে একনাগাড়ে প্রতি মাসে একটি করে বেরোনোর ব্যাপারটি আমার কাছে অবশ্যই এক রিবাট সাফল্যের ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে। পড়শীর নিরলস সম্পাদক-সম্পাদিকারা নিয়তই

নতুন কিছু শিখছেন এবং তার প্রচুর প্রমাণ রেখে যাচ্ছেন প্রতিটি সংখ্যায় - এতেই বোঝা যায় পড়শী এগুচ্ছে, এবং এই এগুনো একটি পাঁচ বছরের শিশুর পদভার থেকে একটু যেন বেশিই দৃপ্ত। সেজন্যেই আশা করছি আগামী দিনগুলোতেও পড়শী তার বয়সের চাইতে দুই এক ধাপ আগ বাড়িয়েই হয়তো এগিয়ে যেতে পারবে।

ফরিদুল ইসলাম, ইউটাহ
বিভাগীয় সম্পাদক, অর্থনীতি

পাঁচ বছর পূর্তিতে পড়শীর পাঠক, লেখক, কর্মকর্তাসহ সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। সবার সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ ছাড়া পড়শীর এই অর্জন ছিলো অসম্ভব। এমন একটি উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত থাকবে পেরে আমি গর্বিত।

এমদাদ খান, স্যান হোজে, ক্যালিফোর্নিয়া
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

বিভিন্ন ধরনের সময় উপযোগী Cover story, রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, কবিতা, ও বির্তক সৃষ্টিকারী প্রবন্ধের সমন্বয়ে রচিত একটি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত পত্রিকা যা বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বাঙালিদের একই সূত্রের বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দলিলুর রহমান, ফ্লেমিংটন, নিউ জার্সী
সম্পাদকীয় উপদেষ্টা

পড়শীর জন্মলগ্ন থেকেই দলিলুর রহমান একজন সম্পাদকীয় উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন। গোড়া থেকেই তিনি পড়শীর একজন শুভাকাঙ্খী। প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশে, বিশ্বে বাঙালির জীবন, চিন্তা ও চেতনার উন্নয়নে পড়শী যাতে পরিশীলিত চেতনা, প্রীতি প্রফুল-তার উদ্ভাবক হিসেবে দাঁড়াতে পারে সেই লক্ষ্যে অন্যানদের সাথে দলিলুর রহমান পড়শীর উন্নয়ন ও প্রসারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করেন পড়শীর বিকাশের জন্য ও একে মেধা ও মননের মনোভূমি তৈরি করার জন্য যারা অনবরত আত্মনিয়োগ করে যাচ্ছেন তাদের এই মহৎ অনুশীলন ও প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না।

নজমুস সাকিব, সাক্রামেন্টা, ক্যালিফোর্নিয়া
নীতি ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা

দেখতে দেখতে পড়শীর পাঁচ বছর পূর্ণ হল। প্রথম সংখ্যার সেই ক্ষীণ কলেবর ও থরথর প্রথম পরশ পেরিয়ে পড়শী এখন পরিমিতকায় ও আত্মবিশ্বাসে সমুজ্জ্বল। ভাবতে ভাল লাগে যে আমরা অনেকে মিলে একটি অনন্য বাংলা মাসিক পত্রিকা তৈরী করতে ও চালু রাখতে পেরেছি দীর্ঘদিন ধরে। আমাদের পত্রিকার লেখালেখির মানও দিন দিন বাড়ছে - এটাই আশার কথা। পড়শী পরিবারের সাথে পাঁচ বছর ধরে যুক্ত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত।

সারির মজুমদার, ফ্রিমন্ট, ক্যালিফোর্নিয়া
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

যখন হাই স্কুলে ছাত্র ছিলাম মনে করতাম সারা দুনিয়াটাই আমার - সব সমস্যাগুলোর অংশও আমি। কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সেটা ছোট হয়ে হয়েছিল বাংলাদেশ আর তার সমস্যাগুলো। প্রবাসে এসে সেটা আরো ছোট হয়ে গিয়েছিল - আমি আর আমার পরিবার। পড়শীর প্রকাশনায় যুক্ত হয়ে আমার সে পরিসর আবার বাড়তে শুরু করেছে - সেটা বিশ্ববাঙালি আর তার সব সুখ-দুঃখ।

আশা করি বিশ্বপল-ীর বাংলা ভাষাভাষী বন্ধুরা পড়শীর সহযাত্রী হবেন। নিজের কথা বলবেন - সেটা সুখের হোক কিংবা দুঃখের হোক। পড়শী হবে বিশ্ববাঙালির মুখপত্র। ■

আপনার মতামত জানিয়ে লিখুন : editors@porshi.com